আর্য্যাভিবিনয়
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য়ম্

ওম্

আর্য্যাভিবিনয

[বঙ্গানুবাদ]

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

অনুবাদক

আচার্য্য প্রিয়দর্শন

আর্য্যসমাজ কলিকাতা
স্থাপনা বর্ষ
১৮৮৫

আর্য্যসমাজ কলিকাতা
শতবর্ষ উদ্‌যাপন বর্ষ
১৯৮৫

সমারোহ স্থল কলিকাতা ময়দান
স্থিতি কাল নয় দিবস
২১. ১২. ১৯৮৫ হইতে ২৯. ১২. ১৯৮৫

উদ্‌যোক্তা

আর্য্যসমাজ কলিকাতার সদস্যবৃন্দ
মুখ্যকর্মকর্ত্তা

পুনমচন্দ আর্য্য — মন্ত্রী
সীতারাম আর্য্য — প্রধান

সংযোজক
শ্রীরাম আর্য্য

১৯৮৫

॥ ওম্ ॥

আর্যাভিবিনয

দয়ায়া আনন্দো বিলসতি পরঃ স্বাত্মবিদিতঃ
সরস্বত্যস্যাগ্রে নিবসতি মুদা সত্যবিমলা।
ইয়ং খ্যাতির্যস্য প্রলসিতগুণা ব্রহ্মশরণাঽ
স্ত্যনেনায়ং গ্রন্থো রচিত ইতি বোদ্ধব্যমনঘাঃ ॥

অথার্যাঽভিবিনয়োপক্রমণিকা বিচারঃ।

সর্বাত্মা সচ্চিদানন্দোঽনন্তো যো ন্যায়কৃচ্ছুচিঃ।
ভূয়াত্তমাং সহায়ো নো দয়ালুঃ সর্বশক্তিমান্ ॥ ১ ॥

চক্ষুরামাঙ্কচন্দ্রেঽব্দে চৈত্রে মাসি সিতে দলে।
দশম্যাং গুরুবারেঽয়ং গ্রন্থারম্ভঃ কৃতো ময়া ॥ ২ ॥

বহুভিঃ প্রার্থিতঃ সম্যগ্ গ্রন্থারম্ভঃ কৃতোঽধুনা।
হিতায় সর্বলোকানাং জ্ঞানায় পরমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

বেদস্থ মূলমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানং লোকভাষয়া।
ক্রিয়তে সুখবোধায় ব্রহ্মজ্ঞানায় সম্প্রতি ॥ ৪ ॥

স্তুত্যুপাসনয়োঃ সম্যক্ প্রার্থনায়াশ্চ বর্ণিতঃ।
বিষয়ো বেদমন্ত্রৈশ্চ সর্বেষাং সুবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥

বিমলং সুখদং সততং সুহিতং
জগতি প্রততং তদু বেদগতম্ ।

মনসি প্রকটং যদি যস্য সুখী
স নরোঽস্তি সদেশ্বরভাগধিকঃ ॥ ৬ ॥

বিশেষভাগীহ বৃণোতি যো হিতং
নরঃ পরস্থানমতীব মানতঃ

অশেষ দুঃখাত্তু বিমুচ্য বিদ্যযা
স মোক্ষমাপ্নোতি ন কামকামুকঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—পরমাত্মা, যিনি সর্বাত্মা সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, অনন্ত, অজ, ন্যায়কারী, নির্মল, সদা দয়ালু সর্বসামর্থ্যযুক্ত ইষ্ট দেবতা তিনি আমাদের নিত্য সাহায্য দান করুন, আমরা যেন মহা কঠিন কর্মও অনায়াসে করিতে পারি। হে কৃপানিধে! আমাদের এ কাজ আপনিই সিদ্ধ করিতে সক্ষম, আমরা আশা করি আপনি আমাদের কামনা অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন ॥ ১ ॥

(সম্বৎ ১৯৩২ মিতি চৈত্র) সম্বৎ ১৯৩২, চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের, দশমী তিথিতে, শুক্রবারে এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইল ॥ ২ ॥

বহু সজ্জন ও ধর্মানুরাগী সর্বহিতকারী বিচারশীল ব্যক্তিদের প্রীতিপূর্ণ অনুরোধে, সর্বজনহিতার্থে এবং পরমেশ্বরের যথার্থ জ্ঞান ও প্রেম ভক্তি সঞ্চারার্থে এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইল ॥ ৩ ॥

এই গ্রন্থে কেবলমাত্র দুইটি বেদের মূলমন্ত্রার্থ প্রাকৃত লোকভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহাতে সকলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় ॥ ৪ ॥

এই গ্রন্থে বেদমন্ত্র দ্বারা সর্বজনসুখ বৃদ্ধিকারী পরমেশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা তথা ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যে ব্রহ্ম বিমল সুখদায়ক পূর্ণকাম, তৃপ্ত, জগতে ব্যাপ্ত তিনিই বেদজ্ঞান দ্বারা লভ্য। যাহার অন্তঃকরণে এই ব্রহ্মের-প্রকাশ (যথার্থ বিজ্ঞান) বিদ্যমান, সেই মনুষ্যই ভগবদ্ আনন্দের অধিকারী এবং সর্বাপেক্ষা সদৈব অধিক সুখী এবং ধন্য ॥ ৬ ॥

যাহারা ইহ সংসারে অতি প্রেম, ধর্ম্মভাবে, বিদ্যা, সৎসঙ্গ, সুবিচারতা, নির্বৈরতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মাকে স্বীকার (আশ্রয়) করে, তাহারাই অতীব ভাগ্যবান। কেননা, তাহারা যথার্থ বিদ্যালাভ করিয়া বিবিধ দুঃখের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি পায় এবং দুঃখ সাগর অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার পরমানন্দরূপ মোক্ষসুখ লাভ করে। কিন্তু যাহারা বিষয়াসক্ত, লম্পট, বিচার-বুদ্ধি রহিত, বিদ্যা, ধর্ম্ম, জিতেন্দ্রিয়তা, সৎসঙ্গ বর্জিত, ছল, কপট, অভিমান, দুরাগ্রহ প্রভৃতি দুষ্টতাযুক্ত, তাহারা কদাপি মোক্ষসুখ লাভ করিতে পারে না। কেননা, তাহারা যে ঈশ্বর বিমুখ ॥ ৭ ॥

সেই জন্য যাহারা ঈশ্বর বিমুখ, তাহারা জন্ম-মরণ জ্বর প্রভৃতি পীড়া দ্বারা পীড়িত হইয়া সদা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। সুতরাং পরমেশ্বর ও তাহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া সদা ঈশ্বর পরায়ণ ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া ইহলোকে (সাংসারিক ব্যবহার) এবং পরলোকে (পূর্বোক্ত মোক্ষ) সিদ্ধিলাভে যথার্থ যত্নশীল থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহাই মানুষের কৃতকৃত্যতা।

এই আর্যাভিবিনয় গ্রন্থে প্রধানতঃ পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় একই প্রকার অর্থ সংক্ষেপে করা হইয়াছে। দুই প্রকার অর্থ করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পায় সেইজন্য লোক প্রচলিত অর্থ করা হয় নাই। কিন্তু বেদভাষ্যে যথাবৎ বিস্তৃত পরমার্থ এবং ব্যবহারার্থ এই উভয়বিধ অর্থ প্রমাণ সহিত করা যাইবে। যথা **"তদেবাঽগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুঃ"** ইত্যাদি (যজুর্বেদ সংহিতা প্র°) **"ইন্দ্র মিত্রং বরুণং"** ইত্যাদি (ঋগ্বেদ সংহিতা প্র°) বৃহস্পতির্বৈ ব্রহ্ম, গণপতির্বৈ ব্রহ্ম, প্রাণো বৈ ব্রহ্ম, আপো বৈ ব্রহ্ম, ব্রহ্মহ্যগ্নিম্ ইত্যাদি (শতপথ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি প্র°) এবং **"মহান্তমেবাত্মনম্"** ইত্যাদি নিরুক্ত গ্রন্থ সমূহের প্রমাণ দ্বারাই পরব্রহ্ম অর্থই গৃহীত হয়। কেবল ইহাই নহে **"মুখাদগ্নিরজায়ত"** ইত্যাদি, যজুর্বেদ সংহিতা প্র°) এবং **"অগ্নিরগ্রণীর্ভবতীতি"** ইত্যাদি নিরুক্ত প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, যাহা রূপগুণ, দাহ, প্রকাশ যুক্ত তাহা ভৌতিক অগ্নি। এইরূপ দৃঢ় প্রমাণ, যুক্তি, এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহার যুক্ত উভয়বিধ

অর্থ বেদভাষ্যে উল্লিখিত হইবে। উহা দ্বারা সায়ণাদি কৃত ভাষ্যদোষ এবং তদনুসার ইংরাজী কৃত অর্থদোষ-রূপ বেদশাস্ত্রের কলঙ্ক দূর হইবে। ইহা ব্যতীত বেদের সত্য অর্থ প্রকাশিত হইলে উহার মহত্ত্ব এবং বেদশাস্ত্রে নিহিত অনন্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে মানব সমাজের মহান্ কল্যাণ সাধিত হইবে। অধিকন্তু বেদশাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি ও উৎপন্ন হইবে।

এই গ্রন্থে লিখিত মন্ত্রার্থ হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান ভক্তি, ধর্ম-নিষ্ঠা, ব্যবহার শুদ্ধি প্রভৃতি জানিতে পারা যাইবে। মানুষ নাস্তিক ও কুসংস্কারময় অধর্মাচরণে আবদ্ধ না হইয়া সর্বতোভাবে উত্তম হউক, জগদীশ্বরের কৃপালাভ করুক, তুচ্ছতা পরিহার করিয়া শ্রেষ্ঠতা গ্রহণ করুক, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা। পরমেশ্বর আমার এই কামনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

ইত্যুপক্রমণিকা সংক্ষেপতঃ সম্পূর্ণা।

—০—

মন্ত্রপাঠ বিধি ঃ—সংস্কৃত লিপিতে "য়" অক্ষর নাই। ইহা কেবল বঙ্গাক্ষরেই প্রচলিত। সে কারণ সংস্কৃত শ্লোক অথবা বেদমন্ত্রের যে স্থলে "য" লিখিত হইয়াছে সে স্থলে 'য' বর্ণকে 'য়' (ই-অ) উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে। ইহা কেবল দেবভাষার মৌলিকতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুবাদক ঃ আচার্য্য প্রিয়দর্শন

— ——

ওম্

তৎসৎপরব্রহ্মণে নমঃ

অথার্যাভিবিনয় প্রারম্ভঃ

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহূগণঃ। দেবতা—বিশ্বদেবাঃ। ছন্দঃ—নিচৃদ্ গায়ত্রী।
স্বরঃ—গান্ধারঃ।

ওম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥১॥

ঋ০ অ০ ১।৬।১৮।৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ, হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব, হে অদ্বিতীয়ানুপমজগদাদি কারণ, হে অজ, নিরাকার, সর্বশক্তিমন্, ন্যায়কারিন্, হে জগদীশ্বর, সর্বজগদুৎপাদকাধার, হে সনাতন, সর্বমঙ্গলময়, সর্বস্বামিন, হে করুণাকরাস্মৎ পিতঃ, পরম সহায়ক, হে সর্বানন্দপ্রদ, সকল দুঃখবিনাশক, হে অবিদ্যান্ধকারনির্মূলক, বিদ্যার্কপ্রকাশক, হে পরমৈশ্বর্য-দায়ক, সাম্রাজ্যপ্রসারক, হে অধমোদ্ধারক, পতিতপাবন, মান্যপ্রদ, হে বিশ্ববিনোদক, বিনয়বিধিপ্রদ, হে বিশ্বাস-বিলাসক, হে নিরঞ্জন, নায়ক, শর্মদ নরেশ, হে সর্বান্তর্যামিন্,

সদুপদেশক, মোক্ষপ্রদ, হে সত্যগুণাকর, নির্মল, নিরীহ নিরাময়, নিরুপদ্রব দীনদয়াকর, পরমসুখদায়ক, হে দারিদ্র্য-বিনাশক, নির্বৈরবিধায়ক, সুনীতিবর্ধক, হে প্রীতিসাধক, রাজ্যবিধায়ক, শত্রুবিনাশক, হে সর্ববলদায়ক, নির্বলপালক, হে সুধর্মসুপ্রাপক, হে অর্থসুসাধক, সুকামবর্ধক, জ্ঞানপ্রদ, হে সন্ততিপালক, ধর্মসুশিক্ষক, রোগ বিনাশক, পুরুষার্থ-প্রাপক, দুর্গুণনাশক, সিদ্ধিপ্রদ, হে সজ্জনসুখদ, দুষ্টসুতাড়ন, গর্বকুক্রোধকুলোভবিদারক, হে পরমেশ, পরেশ পরমাত্মন্, পরব্রহ্মন্! হে জগদানন্দক, পরমেশ্বর, ব্যাপক, সূক্ষ্মাচ্ছেদ্য, হে অজরামৃতাভয়নির্বন্ধনাদে! হে অপ্রতিমপ্রভাব, নির্গুণাতুল, বিশ্বাদ্য, বিশ্ববন্দ্য, বিদ্বদ্বিলাসক, ইত্যাদ্যনন্তবিশেষণ বাচ্য, হে মঙ্গলপ্রদেশ্বর! আপনি সর্বতোভাবে সকলের নিশ্চিত মিত্র ও সর্বদা আমাদের সত্য সুখদান করেন। হে সর্বোৎকৃষ্ট স্বীকারযোগ্য বরেশ্বর! আপনি বরুণ, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা পরমোত্তম, সেই জন্য আপনি আমাদের পরম সুখদায়ক। হে পক্ষপাতরহিত ধর্মন্যায়কারিন্! আপনি অর্যমা (যমরাজ), ন্যায়কারী ও সুখদাতা, হে পরমৈশ্বর্যবান্ ইন্দ্রেশ্বর! আপনি অতি শীঘ্র আমাদের পরম ঐশ্বর্যযুক্ত স্থায়ী সুখ প্রদান করুন। হে মহাবিদ্যাবাচোধিপতে, বৃহস্পতে, পরমাত্মন্! আপনি আমাদের (বৃহৎ) সুমহান্ সুখদাতা। হে সর্বব্যাপক! অনন্ত পরাক্রমেশ্বর বিষ্ণো! আপনি আমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। যাহা কিছু চাহিব, আপনার নিকটই চাহিব। আপনি ব্যতীত সর্বপ্রকার

সুখদানকারী আর কেহ নাই। আপনি আমাদের সর্বকালের আশ্রয়, আপনার ন্যায় সর্বশক্তিমান্ ন্যায়কারী, দয়াময়, সর্বাপেক্ষা মহান্ পিতাকে ত্যাগ করিয়া আমরা কদাপি ক্ষুদ্রের আশ্রয় লইব না। আপনি অঙ্গীকৃত জনে কদাপি ত্যাগ করেন না, ইহা আপনার স্বভাব। সেই কারণেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি আমাদের সর্বকালে সুখ দান করিবেন ॥১॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্‌জঃ।

অগ্নিমীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।

হোতারং রত্নধাতমম্ ॥২॥ ঋ০ ১।১।১।১॥

ব্যাখ্যা—হে বন্দ্যেশ্বরাগ্নে! আপনি জ্ঞানস্বরূপ, আমরা আপনার স্তুতি করি।

সর্বমানবের প্রতি পরমাত্মার উপদেশ, হে মানব তোমরা এইভাবে আমার স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনাদি করিবে। পিতা অথবা গুরু যেরূপ আপন পুত্র বা শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন— “তোমরা পিতা অথবা গুরুর এই ভাবে স্তুতি প্রভৃতি ব্যবহার করিবে” সেইরূপ সকলের পিতা এবং পরমগুরু ঈশ্বর

আমাদিগকে কৃপা করিয়া সর্বপ্রকার ব্যবহার এবং বিদ্যা প্রভৃতি পদার্থ সমূহের উপদেশ দিয়াছেন যাহাতে আমরা ব্যবহারিক এবং পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া অত্যন্ত সুখলাভ করি। ঈশ্বর যেরূপ সকলের আদি কারণ, বেদও সেইরূপ পরমবিদ্যার আদি কারণ।

হে সর্বহিতোপকারক! আপনি 'পুরোহিতম্' সমস্ত জগতের হিতসাধক। হে যজ্ঞদেব! সর্বমানবের আপনি পূজ্যতম এবং জ্ঞান যজ্ঞাদির পক্ষে কমনীয়তম। 'ঋত্বিজম্' বসন্ত প্রভৃতি সকল ঋতুর রচয়িতা, অর্থাৎ যে সময় যে সুখ প্রয়োজন সেই সময় সেইরূপ সুখের আপনিই সম্পাদক। 'হোতারম্' আপনি সমস্ত জগৎকে সর্ববিধ যোগ ও ক্ষেম প্রদান করেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে হোম করেন, শুধু তাহাই নহে আপন সেবকদের জন্য আপনিই বহুবিধ রত্ন ধারণ করেন। হে সর্বশক্তিমন্ পরমাত্মন্! এইজন্য আমি বারংবার আপনার স্তুতি করি। আপনি আমার স্তুতি গ্রহণ করুন, আমরা যেন আপনার কৃপাপাত্র হইয়া সদাসর্ব্বদা আনন্দে থাকি ॥২॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।

যশসং বীরবত্তমম্ ॥৩॥ ঋ০ ১।১।১।৩॥

ব্যাখ্যা—হে মহাদাতঃ, ঈশ্বরাগ্নে! আপনার কৃপায় স্তুতিকারী (উপাসক) 'রয়িম্' বিদ্যাদি তথা সুবর্ণাদি ধন, যাহা প্রতিদিন 'পোষমেব' মহাপুষ্টিকর, সৎকীর্তি-বর্ধক এবং শৌর্য, ধৈর্য, চাতুর্য বলপরাক্রম ও দৃঢ় অঙ্গ প্রভৃতি, যাহা ধর্মপরায়ণ, ন্যায়যুক্ত এবং যাহা বীরপুরুষগণ লাভ করিয়া থাকেন তদ্রূপ সুবর্ণ রত্নাদি তথা চক্রবর্তী রাজ্য ও বিজ্ঞানরূপ ধন আমরা যেন লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আপনার কৃপায় উহা লাভ করিয়া সুখী হই ॥৩॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—পিপীলিকামধ্যানিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।

স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥৪॥ ঋ০ ১।১।১।২॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বমানব স্তুতিযোগ্য ঈশ্বরাগ্নে! 'পূর্বেভিঃ' অধিগতবিদ্য প্রাচীন 'ঋষিভিঃ' মন্ত্রদ্রষ্টা বিদ্বজ্জনের এবং 'নূতনৈঃ'

বেদপাঠী নবীন ব্রহ্মচারীদের 'ঈড্যঃ' আপনি স্তুতি-যোগ্য 'উত' এবং আমরা যে মনুষ্য বিদ্বান্ অথবা মূর্খ, উঁহাদেরও স্তুতিযোগ্য, অতএব স্তুতি স্বীকার করিয়া আমাদের এবং সমগ্র সংসারের সুখার্থে দিব্যগুণ অর্থাৎ বিদ্যা প্রভৃতি দান করুন। কেননা আপনিই আমাদের ইষ্ট দেব ॥৪॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্‌জঃ।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।

দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥৫॥ ঋ০ ১।১।১।৫॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বদৃক্। সর্বদ্রষ্টা 'ক্রতুঃ' আপনি সমস্ত জগতের জনক 'সত্য' অবিনাশী, অর্থাৎ আপনার কোনও কালেও বিনাশ নাই। আপনি 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' আশ্চর্য্য শ্রবণাদি, অশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য রূপ গুণ সম্পন্ন এবং অতি উত্তম। আপনার তুল্য বা বড় কেহই নাই। হে জগদীশ! 'দেবেভিঃ' আপনি দিব্যগুণ সম্পন্ন হইয়া আমাদের হৃদয়ে এবং বিশ্বজগতে প্রকাশিত হউন। আমরা যেন দিব্যগুণ সম্পন্ন হই। আমাদের রাজ্য যেন দিব্যগুণান্বিত হয়। কেননা আমরা যে আপনার সেবক ও সন্তান।

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—নিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।

তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥৬॥ ঋ০ ১।১।২।৬॥

ব্যাখ্যা—হে 'অঙ্গ' বন্ধু! আপনাকে যে আত্মসমর্পণ করে আপনি তাহাকে 'ভদ্রম্' ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখ অবশ্যই দিয়া থাকেন। হে 'অঙ্গিরঃ' প্রাণপ্রিয়, আপন ভক্তদের পরমানন্দ দান করা আপনার সত্যব্রত। আপনার এইরূপ স্বভাব, আপনি আমাদের অত্যন্ত সুখকারক। আপনি আমাদের সকলকে ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয়বিধ সুখ শীঘ্রই প্রদান করুন। আমাদের যেন দুঃখ দূর হয় এবং আমরা যেন সদাসর্বদা সুখে থাকি ॥ ৬ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—বায়ু। ছন্দঃ—পিপীলিকামধ্যানিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

বায়বা যাহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।

তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ ॥৭॥ ঋ০ ১।১।২।১॥

ব্যাখ্যা—হে অনন্ত বল পরেশ! 'বাযো' দর্শনীয়, আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের স্বীকার করুন। আমরা আমাদের

স্বল্প সামর্থ্যানুসারে সোম (সোমবল্ল্যাদি) ওষধির উত্তম রস এবং আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে আপনার জন্য 'অরংকৃতা' অলংকৃত অর্থাৎ উত্তম রীতিতে প্রস্তুত করিয়াছি, সে সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি উহা স্বীকার করুন (সর্বাত্মনা রক্ষা করুন) পিতা যেরূপ পুত্রের দীন অবস্থা জানিয়া বা শুনিয়া দীন পুত্র কর্তৃক অতি তুচ্ছ নিবেদিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেও অত্যন্ত প্রসন্ন হন, পুত্রের দীনতা শুনিয়া (জানিয়া) আপনিও আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসন্ন হউন ॥ ৭ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতা—সরস্বতী। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্‌জঃ।

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ ॥৮॥ ১।১।৩।১০॥

ব্যাখ্যা—হে বাক্‌পতে, সর্ববিদ্যাময়! আপনার কৃপায় আমরা যেন 'সরস্বতী' সর্বশাস্ত্রবিজ্ঞানময়ী বাণী লাভ করি, 'বাজেভিঃ' এবং আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন উৎকৃষ্ট অন্নাদির সহিত 'বাজিনীবতী' সর্বোত্তম কর্ম, বিজ্ঞান সম্মত 'পাবকা' পবিত্রস্বরূপ এবং পবিত্রকারী সত্যভাষণ-পূর্ণ

মঙ্গলকারক বাণী লাভ করিতে পারি। সর্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত 'বস্থ' নিধিস্বরূপ বাণী এবং 'যজ্ঞং বষ্টু' সর্বশাস্ত্রবোধক পূজনীয়তম আপনার বিজ্ঞান আমরা কামনা করি। আমাদের সর্বপ্রকার মূর্খতা বিনষ্ট হউক, আমাদের হৃদয় যেন মহা পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ। দেবতাঃ—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—আর্চ্যুষ্ণিক্। স্বরঃ—ঋষভঃ।

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্।

ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥৯॥ ঋ০ ১।১।৫।২॥

ব্যাখ্যা—হে পরাৎপর পরমাত্মন্! আপনি 'পুরূতমম্' অত্যন্ত উত্তম সর্বশত্রুবিনাশক এবং জগতের বহুবিধ পদার্থের 'ঈশানম্' স্বামী তথা উৎপাদক (স্রষ্টা)। আপনি 'বার্যাণাম্' বর, বরণীয় পরমানন্দ মোক্ষ প্রভৃতি পদার্থের ও ঈশান। 'সোমে' বিশ্ব সংসারের উৎস আপনার দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় 'ইন্দ্রম্' আপনি পরম ঐশ্বর্যবান্, আমরা আপনাকে ভক্তি সহকারে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার গুণগান ও যথাবৎ স্তুতি করি ॥ ৯ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহূগণঃ। দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ। ছন্দঃ—নিচৃজ্জগতী।

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে

হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে

রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥১০॥ ঋ০ ১।৬।১৫।৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বাধিস্বামিন্! আপনিই চরাচর জগতের 'ঈশান' স্রষ্টা, 'ধিয়ং জিন্বম্' আপনি সর্ববিদ্যাময় বিজ্ঞান বুদ্ধি প্রকাশক ও প্রীণনীয়স্বরূপ, অর্থাৎ প্রসন্নতাদানকারী এবং 'পূষা' সর্বপোষক। আমরা 'নঃ' 'অবসে' স্বীয় রক্ষার্থে 'হূমহে' আপনাকে আহ্বান করি। 'যথা' আপনি যেমন আমাদের বিদ্যাদি ধন বৃদ্ধি ও রক্ষার্থে 'অদব্ধঃ রক্ষিতা' নিরলস ভাবে তৎপর থাকেন, সেইরূপ আপনি কৃপা করিয়া 'স্বস্তয়ে' আমাদের স্বস্থতার জন্য 'পায়ুঃ' সদা সর্বদা রক্ষকরূপে বিদ্যমান থাকুন। আপনার দ্বারা প্রতিপালিত আমরা যেন সর্বদা উত্তম কর্মে উন্নতি লাভ করি, এবং আনন্দে থাকি ॥ ১০ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ। দেবতা—বিষ্ণুর্দেবঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১১ ॥ ঋ০ ১।২।৭।১৬ ॥

ব্যাখ্যা—হে 'দেবাঃ' বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ! 'বিষ্ণুঃ' সর্বব্যাপক পরমেশ্বর সকল জীবের পাপ এবং পুণ্য ফল ভোগ করাইবার তথা পদার্থ সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তবিধ লোক পর্যন্ত 'ধামভিঃ' অর্থাৎ অসমতল রূপে নির্মাণ করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে তিনি গায়ত্রী প্রভৃতি সাত ছন্দ সম্বলিত বিস্তৃত বিদ্যাযুক্ত বেদ ও রচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত লোক লোকান্তরে ব্যাপক ঈশ্বর 'যতঃ' যে সামর্থ্য বলে ঐ সমস্ত রচনা করিয়াছেন 'অতঃ' (সামর্থ্যাৎ) সেই সামর্থ্য বলেই তিনি আমাদের রক্ষা করুন। হে বিদ্বজ্জন! তোমরাও সেই বিষ্ণুর উপদেশ অনুসারে আমাদের রক্ষা করো। কিরূপ সে বিষ্ণু? যে বিষ্ণু এই সমস্ত জগৎকে 'বিচক্রমে' বিবিধ প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাঁহারই নিত্য উপাসনা.কর ॥ ১১ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কণ্বো ঘৌরঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—বিরাট্ পথ্যাবৃহতী। স্বরঃ—মধ্যমঃ।

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ।

পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ভানো

যবিষ্ঠ্য ॥১২॥ ঋ০ ১।৩।১০।১৫॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বশত্রুদাহকাগ্নে পরমেশ্বর! রাক্ষস হিংসক দুষ্ট স্বভাবযুক্ত দেহধারীদের কবল হইতে 'নঃ' আমাদের রক্ষা করুন। 'ধূর্তেররাব্ণঃ কৃপণ অর্থাৎ যাহারা ধূর্ত তাহাদের কবল হইতেও আমাদের রক্ষা করুন। যে আমাদের পীড়ন করে অথবা পীড়নের ইচ্ছা করে, হে মহাতেজ বলবত্তম! উহাদের সকলের কবল হইতে আমাদের রক্ষা করুন।

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—সব্য আঙ্গিরসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎত্রিষ্টুপ্

ত্বমস্য পারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে

ধৃষন্মনঃ। চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃ

স্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্ ॥১৩॥ ঋ০ ১।৪।১৪।১২॥

ব্যাখ্যা—হে পরমৈশ্বর্যবন্, পরমাত্মন্! আপনি অনন্ত আকাশ পারে তথা স্বীয় ঐশ্বর্য ও শক্তিবলে বিরাজমান থাকিয়া দুষ্ট জন-মন মর্ষণ,—তিরস্কার করিতেছেন। সমগ্র জগৎ তথা বিশেষ করিয়া আমাদের 'অবসে' সম্যক্ রক্ষার জন্য 'ত্বম্' আপনি সদাই সতর্ক আছেন, সেইজন্য আমরা নির্ভয়ে আনন্দে মাতিয়া থাকি। আবার, 'দিবং' পরমাকাশ, 'ভূমিম্' ভূমি এবং 'স্বঃ' সুখ বিশেষ, মধ্যস্থ লোক এ সমস্তই আপনি আপন সামর্থ্যবলে রচনা করিয়া যথাবৎ ধারণ করিয়া আছেন। "পরিভূঃ এষি" সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে নিজের মধ্যে রাখিয়াছেন। 'আদিবম্' দ্যোতনাত্মক সূর্য্যাদি লোক, 'আপঃ' অন্তরিক্ষ লোক এবং জল, এই সমস্ত পদার্থের আপনিই প্রতিমান (পরিমাণ) কর্তা। আপনি অপরিমেয়। কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্বীয় জ্ঞান তথা সৃষ্টির বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান প্রদান করুন। ॥১৩॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—সব্য আঙ্গিরসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—বিরাড্ জগতী।

বি জানীহ্যার্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া

শাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা

বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন ॥১৪॥ ঋ০ ১।৪।১০।৮॥

ব্যাখ্যা—হে যথাযথ সর্ববিদ্ ঈশ্বর! আপনি 'আর্যান্' বিদ্যা ধর্ম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্বভাব-আচরণযুক্ত আর্যদের জানেন। 'যে চ দস্যবঃ' যাহারা নাস্তিক দস্যু, অপহরণকারী বিশ্বাসঘাতক, মূর্খ, বিষয় লম্পট, হিংসা প্রভৃতি দোষযুক্ত উত্তম কর্মে বিঘ্ন উৎপন্নকারী, স্বার্থপর, স্বার্থসাধনে তৎপর, বিদবিদ্যা বিরোধী অনার্য (অনাড়ী) প্রকৃতিরলোক 'বর্হিষ্মতে' তাহাদের 'রন্ধয়' (সমূলান্ বিনাশয়) সমূলে বিনাশ করুন। তাহারা সর্ব উপকারী যজ্ঞবিনাশক দুষ্ট প্রকৃতির লোক। ("শাসদব্রতান্") তাহারা ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান-ব্রত রহিত, বেদমার্গ উচ্ছেদকারী, অনাচারী তাহাদের শাসন করুন। তাহাদের প্রতি অবিলম্বে দণ্ড নিপতিত হোক্ যাহাতে তাহারাও উচিত শিক্ষা লাভ করিয়া শিষ্ট হয়, অথবা তাহাদের প্রাণান্ত ঘটে। অন্যথা তাহারা আমাদের বশে থাকুক।

'শাকী' আপনি জীবের পরমশক্তিপ্রদাতা, উত্তম কর্মের প্রেরক, দুষ্ট কর্ম বিরোধক। আমিও যেন 'সধমাদেষু' উৎকৃষ্ট স্থানে নিবাস করিয়া "বিশ্বেত্তা" আপনার আজ্ঞানুকূল সর্বোত্তম কর্ম 'চাকন' কামনা করি। আমাদের এই কামনা পূর্ণ করুন ॥১৪॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—সব্য আঙ্গিরসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—জগতী।

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচো ন সিন্ধবো রজসো

অন্তমানশুঃ। নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যত একো

অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥১৫॥ ঋ০ ১।৪।১৪।১৪॥

ব্যাখ্যা—হে পরম ঐশ্বর্যযুক্তেশ্বর! আপনি ইন্দ্র। হে মানব, যে পরমাত্মার অন্ত নাই, তাহার ব্যাপ্তির পরিচ্ছেদ 'ইয়ত্তা' পরিমাণ কি কেহ করিতে পারে? 'দিব' অর্থাৎ সূর্যাদিলোক, সবার উপরে আকাশ এবং পৃথিবী মধ্যস্থ নিকৃষ্ট লোক এবং যে ঈশ্বরের কেহ আদি ও অন্ত পায় না, কেননা 'অনুব্যচঃ' তিনি সকলের মধ্যে অনুস্যূত (পরিপূর্ণ) হইয়া রহিয়াছেন। 'ন সিন্ধবঃ' অন্তরিক্ষে যে দিব্যজল এবং সমস্ত লোক লোকান্তর বিদ্যমান তাহারাও ঈশ্বরের অন্ত পায় না, 'নোত

স্ববৃষ্টিং মদে' বৃষ্টি প্রহার দ্বারা যুদ্ধরত বৃত্র 'মেঘ' এবং ঘন-গর্জন ও আপনার অন্ত পায় না।

হে পরমাত্মন্! আপনার অন্ত কে বা পাইয়াছে ? কেন না, 'একঃ' এক (আত্মসহায় ব্যতীত অন্য কেহ যাহার সাহায্যকারী নাই) মাত্র স্বসামর্থ্য দ্বারাই 'বিশ্বম্' সমস্ত জগতে "আনুষক" আনুষক্ত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া 'চকৃষে' (কৃতবান্) নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এমতাবস্থায় জগৎ কিরূপে আপনার অন্ত পাইতে পারে ? আর (অন্যৎ) আপনি কখনও জগৎ রূপ হন না। জগৎও আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু আপনি যথা সময় আপন অনন্ত সামর্থ্যবলে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় করিয়া থাকেন। এই কারণ আমরা আপনার সাহায্য সদাই কামনা করি।

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কণ্বো ঘৌরঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—নিচৃদ্বিষ্টারপংক্তিঃ। স্বরঃ—গান্ধারঃ।

উর্ধ্বো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ। কৃধী ন উর্ধ্বাঞ্চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নো দুবঃ ॥১৬॥ ঋ০ ১।৩।১০।১৪॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বোপরি বিরাজমান পরব্রহ্ম! আপনি (উর্ধ্বঃ) সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কৃপা করিয়া আমাকে উৎকৃষ্ট

গুণবান্ করুন, এবং ঊর্ধ্বদেশে আমাকে আপদমুক্ত করিয়া রক্ষা করুন।

হে সর্বপাপ প্রণাশকেশ্বর! আমাদের সকলকে 'কেতুনা' বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বিদ্যাদান দিয়া 'অংহসঃ' অবিদ্যা প্রভৃতি মহাপাপ হইতে 'নিপাহি' (নিতরাং পাহি) সদাসর্বদা পৃথক্ রাখুন এবং 'বিশ্বম্' এই বিশ্বসংসারের ও নিত্যপালন করুন।

হে সত্যমিত্র ন্যায়কারিন্! যদি কোন প্রাণী 'অত্রিণম্' আমাদের সহিত শত্রুতা করে, তাহা হইলে তাহাকে এবং কাম ক্রোধাদি শত্রুদলকে দলন করিয়া আপনি 'সন্দহ' তাহাদের দহন করুন। 'কৃধী ন ঊর্ধ্বান্' হে কৃপা নিধে! আমাদের সকলকে বিদ্যা, শৌর্য্য, বল, পরাক্রম, চাতুর্য্য, বিবিধ প্রকার ধন, ঐশ্বর্য্য, বিনয়, সাম্রাজ্য, সম্মতি, সম্প্রীতি, স্বদেশসুখ সম্পাদন প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করিয়া সমস্ত নরদেহধারীদের মধ্যে উত্তম করুন। 'চরথায় জীবসে' সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, ভোগ, সমস্ত দেশে অব্যাহত গমন (ইচ্ছানুসারে গমনাগমন) আরোগ্যময় দেহ, শুদ্ধ মনোবল, এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি লাভ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠতা, ও আপন আশ্রয় প্রদান করুন। 'বিদ্যা' বিদ্যা প্রভৃতি উত্তমোত্তম ধন দিয়া 'দেবেষু' বিদ্বদ্ সমাজে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, অর্থাৎ বিদ্বজ্জন মাঝে সদা উত্তম প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি করিয়া রাখুন।॥ ১৬॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহূগণঃ। দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ॥

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা

স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা

অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥১৭॥

ঋ০ ১।৬।১৬।১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে ত্রিকাল্যাবাধেশ্বর! 'অদিতিঃ দ্যৌঃ' আপনি সদৈব বিনাশ রহিত এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ। 'অদিতিরন্তরিক্ষম্' আপনি অবিকৃত (যাহার বিকার নাই) এবং সকলের অধিষ্ঠাতা। 'অদিতির্মাতা' আপনি মোক্ষপ্রাপ্ত জীবকে অবিনশ্বর সুখ দান, এবং অতিশয় সম্মান দিয়া থাকেন। 'স পিতা' তিনি আমাদের অবিনশ্বর পিতা (জনক) ও পালন কর্ত্তা। 'স পুত্র' তিনি ধর্মাত্মা বিদ্বজ্জনের নরকাদি দুঃখত্রাতা এবং পবিত্রতা সম্পাদনকর্ত্তা। 'বিশ্বে দেবা অদিতিঃ' আপনি সর্বপ্রকার দিব্যগুণযুক্ত (বিশ্বের ধারণ, রচন, মারণ, পালন প্রভৃতি কর্ম্মের কর্ত্তা) অবিনাশী পরমাত্মা। 'পঞ্চজনা অদিতিঃ' আপনি জগতের জীবন হেতু, পঞ্চ প্রাণের রচয়িতা, এবং নিজেও পঞ্চপ্রাণ নামে

প্রসিদ্ধ। 'জাতমদিতিঃ' আপনি সেই এক চেতন ব্রহ্ম সদা প্রাদুর্ভূত, শেষ অন্য সবই কখনও প্রাদুর্ভূত কখনও বা অপ্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। 'অদিতির্জনিত্বম্' আপনিই অবিনাশী ঈশ্বর, আপনিই সমস্ত জগতের 'জনিত্বম্' জন্মের হেতু অন্য কেহ নহে ॥ ১৭ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহূগণঃ। দেবতাঃ—বিশ্বেদেবাঃ। ছন্দঃ—পিপীলিকামধ্যা নিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ ॥

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্

অর্য্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥১৮॥

ঋ০ ১৷৬৷১৭৷১ ॥

ব্যাখ্যা—হে মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর! অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের 'ঋজু' সরল (শুদ্ধ) কোমলতা প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, চক্রবর্ত্তী রাজন্যবর্গের ন্যায় নীতি 'নয়তু' প্রদান করুন। আপনি আমাদের সকলকে শত্রুতা রহিত করিয়া সকলের মিত্র এবং মিত্রতাগুণযুক্ত ন্যায়াধীশ করুন। আপনি সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্বান্, আমাদের সকলকেও সত্যবিদ্যাময় সুনীতি প্রদান করিয়া সত্য সাম্রাজ্যাধিকারী করুন। আপনি 'অর্য্যমা' (যমরাজ) প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবমুক্ত হইয়া ন্যায়ে অধিষ্ঠিত। আপনি সংসারস্থিত সমস্ত জীবের পাপ-পুণ্যের

যথাযথ ব্যবস্থাকারী। আমাদেরও সেইরূপ করিয়া গড়িয়া তুলুন ; যাহাতে আমরা 'দেবৈঃ সজোষা' আপনার কৃপায় বিদ্যা ও উত্তম গুণ, উত্তম প্রীতিসম্পন্ন হইয়া আপনাতে রত থাকি এবং আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকি।

হে কৃপাসিন্ধো ভগবন্! আমাদের সাহায্য করুন আমরা যেন সুনীতি সম্পন্ন হই, এবং আমাদের স্বরাজ্যের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহুগণঃ। দেবতাঃ—সোমঃ। ছন্দঃ—পাদনিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড়্জঃ।

ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা।

ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ ॥১৯॥ ঋ০ ১।৬।১৯।৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে সোমরাজন্, সৎপতে পরমেশ্বর। আপনি 'সোম', শান্তাত্মা এবং সজ্জন-প্রতিপালক। আপনি সকলের রাজা 'উত' এবং 'বৃত্রহা' মেঘ-সৃষ্টিকারী ও মেঘছিন্ন-ভিন্নকারী, আপনি ভদ্র-স্বরূপ মঙ্গলকারী, এবং 'ক্রতুঃ' সমস্ত জগতের অধিপতি,—কর্ত্তা ॥ ১৯ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহূগণঃ। দেবতাঃ—সোমঃ। ছন্দঃ—পাদনিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ।

ন রিষ্যে ত্বাবতঃ সখা ॥২০॥ ঋ০ ১।৬।২০।৮॥

ব্যাখ্যা—হে সোমরাজন্নীশ্বর! আপনি 'অঘায়তঃ' আমাদের মধ্যে যে সকল প্রাণী পাপ কর্ম করিতে ইচ্ছুক 'বিশ্বতঃ' সেই সমস্ত প্রাণীর কবল হইতে আমাদের রক্ষা করুন। আপনি যাহাদের মিত্র 'ন রিষ্যেৎ' তাহারা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু আপনার সাহায্য পাইলে তাহাদের তিল মাত্রও দুঃখ থাকে না, ভয়ই বা কিসের? আপনি যাহাদের বন্ধু এবং যাহারা আপনার বন্ধু, তাহাদের আবার দুঃখ কোথায়? ॥ ২০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ। দেবতাঃ—বিষ্ণুঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড়্জঃ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্॥২১॥ ঋ০ ১।২।৭।২০॥

ব্যাখ্যা—হে মুমুক্ষু জীবগণ! বিষ্ণুর যাহা পরম উৎকৃষ্ট, সর্বজন জ্ঞাতব্য পদ, যাহাকে লাভ করিয়া পূর্ণানন্দে থাকা যায়, এবং পুনরায় যেথান হইতে অনতিকালের মধ্যে দুঃখে নিপতিত হওয়া যায় না, পরমেশ্বরের সেই পদকে 'সূরয়ঃ' ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, সর্বহিতকারী বিপশ্চিদ্গণ যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া দর্শন করেন। অনন্ত আকাশে 'চক্ষু' নেত্রের ব্যাপ্তি, অথবা সূর্য্যের প্রকাশ যেরূপ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ 'দিবীব চক্ষুরাততম্' পরব্রহ্ম সর্বত্র একরস হইয়া পরিপূর্ণ। সেই পরমপদ-স্বরূপ পরমাত্মাই পরমপদ। ইহাকে লাভ করিতে পারিলে জীব সর্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, অন্যথা জীব কখনও পরম সুখ লাভ করিতে পারে না। সেই পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন করা উচিত॥ ২১॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কণ্বো ঘৌরঃ। দেবতাঃ—মরুতঃ। ছন্দঃ—বিরাট্ সতঃ পংক্তিঃ। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত
প্রতিষ্কভে। যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা
মর্ত্তস্য মায়িনঃ ॥২২॥ ঋ০ ১।৩।১৮।২॥

ব্যাখ্যা—(পরমেশ্বরো হি সর্বজীবেভ্য আশীর্দদাতি) ঈশ্বর সর্বজীবকে আশীর্বাদ দান করিতেছেন। হে জীব! 'বঃ' (যুষ্মাকম্) তোমাদের 'আয়ুধ' অর্থাৎ শতঘ্নী (কামান) ভুশুণ্ডী (বন্দুক) ধনুক, বাণ, করবাল (তরবারি) শক্তি (বর্ষা) প্রভৃতি শস্ত্র স্থির ধ্রুব এবং 'বীলূ' দৃঢ় হোক্। কোন্ প্রয়োজনে? 'পরমাণুদে' তোমাদের শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য। দুষ্ট শত্রুরা যেন তোমাদের কখনও দুঃখ দিতে না পারে। 'উত প্রতিষ্কভে' শত্রুদের বেগ প্রতিহত করিবার জন্য "যুষ্কামস্তু, তবিষী পনীয়সী" তোমাদের বলবান্ ও পরাক্রমশালী উত্তম সেনানী সমস্ত বিশ্বে প্রশংসিত হোক্। তোমাদের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন সংকল্পও যেন তাহারা না করিতে পারে। পরন্তু "মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ" যে অন্যায়কারী ব্যক্তি, আমি তাহাদের

আশীর্বাদ প্রদান করি না। দুষ্ট, পাপী, ও ঈশ্বর ভক্তিহীন মানুষের বল এবং রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি যেন কখনও বৃদ্ধি না পায়, সকল সময় যেন তাহাদের পরাজয় হয়।

হে বন্ধুগণ! এস, আমরা সকলে মিলিয়া সর্বপ্রকার দুঃখকে সংহার করি এবং বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের স্তুতি করি। ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ প্রদান করুন, আমাদের শত্রুরা যেন কখনও মাথা তুলিতে না পারে। ॥ ২২ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ। দেবতাঃ—বিষ্ণুঃ। ছন্দঃ—নিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥২৩॥ ঋ০ ১।২।৭।১৯।

ব্যাখ্যা—হে জীব! 'বিষ্ণোঃ' সর্ব ব্যাপক ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি কর্ম দর্শন কর।

(প্রশ্ন) আমরা কি ভাবে জানিব যে, এ সমস্ত ব্যাপক ঈশ্বরের কর্ম? (উত্তর) "যতো ব্রতানি পস্পশে" কেননা আমরা ব্রহ্মচর্য্য আদি তথা সত্য ভাষণ আদি ব্রত এবং ঈশ্বরের নিয়ম সমূহের অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য জীব সুন্দর শরীর ধারণে সক্ষম হইয়াছি। যেহেতু "ইন্দ্রস্য,

যুজ্যঃ সখা” ইন্দ্রিয় সহিত বর্তমান কর্মকর্ত্তা এবং ভোক্তা যে জীব, তাহার একমাত্র মিত্র ঈশ্বর, অন্য কেহ নহে। ঈশ্বর জীবের অন্তর্য্যামী। জীবের পক্ষে তাঁহার ন্যায় হিতকারী আর কেহ হইতে পারে না। সেইজন্য পরমাত্মার সহিত সদাসর্বদা মিত্রতা রাখা উচিত ॥ ২৩॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—বশিষ্ঠঃ। দেবতাঃ—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—ভুরিগ্ বৃহতী। স্বরঃ—মধ্যমঃ।

পরা ণুদস্ব মঘবন্নমিত্রান্ত্সুবেদা নো বসূ কৃধি।

অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে ভবা বৃধঃ

সখীনাম্ ॥২৪॥ ঋ০ ৫।৩।২১।২৫॥

ব্যাখ্যা—হে মঘবন্ পরমৈশ্বর্য্যবন্ ইন্দ্র, পরমাত্মন্! ‘অমিত্রান্’ আমাদের শত্রুদের “পরাণুদস্ব” পরাস্ত করুন। হে দাতঃ! “সুবেদা নো বসূ কৃধি”। ‘অস্মাকং বোধ্যবিতা’ আমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত ধন সুলভ করুন। “মহাধনে” যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের তথা আমাদের মিত্র ও সৈন্যদের আপনি “অবিতা” রক্ষক, ‘বৃধঃ’ বর্দ্ধক “ভব” হউন। ‘বোধি’ আপনি আমাদের আপন জানিবেন। হে ভগবন্! আপনি যদি আমাদের রক্ষক ও বর্দ্ধক হন তাহা হইলে আমাদের আর বিজয়ের আশঙ্কা থাকিবে না? ॥ ২৪ ॥

ঋষিঃ—বশিষ্ঠঃ। দেবতাঃ—বিশ্বে দেবাঃ। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ॥

প্রার্থনা বিষয়

শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু

শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ। শং নঃ

সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ শং নো অর্যমা

পুরুজাতো অস্তু ॥২৫॥ ঋ০ ৫।৩।২৮।২॥

ব্যাখ্যা—হে ঈশ্বর! "ভগঃ" আপনি এবং আপনার প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য "শং নঃ" আমাদের সুখকারক হোক্। "শং নঃ শংসো অস্তু" আপনার কৃপায় আমাদের সুখকারক প্রশংসা সর্বদা বর্ত্তমান থাকুক। "পুরন্ধিঃ, শমু, সন্তু, রায়ঃ" বিশ্ব বিধর্ত্তা আপনি এবং বায়ু, প্রাণ ও সমস্ত ধন আনন্দ দায়ক হোক্। "শন্নঃ, সত্যস্য', [সুযমস্য শংসঃ] সত্য, যথার্থ-ধর্ম, সুসংযম এবং জিতেন্দ্রিয়তাদি লক্ষণযুক্ত প্রশংসা (পুণ্যস্তুতি) যাহা অখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত,—প্রচারিত, উহা আমাদের জন্য পরমানন্দময় ও শান্তিদায়ক হোক্। "শং নো অর্য্যমা' আপনি ন্যায়কারী "পুরুজাতঃ" অনন্ত সামর্থ্যময় আমাদের কল্যাণ করুন ॥ ২৫ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বৎসঃ কাণ্বঃ। দেবতাঃ—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—বর্দ্ধমান গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড়্জঃ।

ত্বমসি প্রশস্যো বিদথেষু সহন্ত্য। অগ্নে

রথীরধ্বরাণাম্ ॥২৬॥ ঋ০ ৫।৮।৩৫।২॥

ব্যাখ্যা—হে "অগ্নে!" সর্বজ্ঞ! আপনিই সর্বত্র "প্রশস্যঃ" স্তুতি করিবার যোগ্য, অন্য কেহ নহে। "বিদথেষু" যজ্ঞ এবং সমরে আপনিই স্তোতব্য। যে আপনার স্তুতি না করিয়া অন্য জড়াদি পদার্থের স্তুতি করে তাহার যজ্ঞে ও যুদ্ধে কখন ও বিজয় হয় না। "সহন্ত্য" আপনিই শত্রু সংহারক। "রথীঃ" অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞে ও যুদ্ধে আপনিই রথী। আপনি আমাদের শত্রু সেনাদের বিজেতা। এই জন্য আমাদের কখনও পরাজয় হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—বশিষ্ঠঃ। দেবতাঃ—বিশ্বে দেবাঃ। ছন্দঃ—বিরাডার্ষী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্ব-

নিনো জুষন্ত। শর্মন্ত্স্যাম মরুতামুপস্থে যূযং

পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥২৭॥ ঋ০ ৫।৩।২৭।২৫॥

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্! "তন্ন ইন্দ্র" সূর্য্য "বরুণঃ" চন্দ্রমা, "মিত্র" বায়ু "অগ্নি" অগ্নি "আপঃ" জল "ওষধীঃ" বৃক্ষাদি বনস্থ সমস্ত পদার্থ, আপনার আজ্ঞায় সুখকর হইয়া আমাদের সুলভ্য হোক্! হে রক্ষক! "মরুতামুপস্থে" প্রাণাদি বায়ুর ক্রোড়ে বসিয়া আপনার কৃপায় আমরা যেন "শর্মন্ত্স্যাম" সর্বদা সুখে থাকি। "স্বস্তিভিঃ" সর্বপ্রকার রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা "যূযং পাত" (আদরার্থে বহুবচনম্) আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের যেন কোনও প্রকারের ক্ষতি না হয় ॥ ২৭ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বৎসঃ কাণ্বঃ। দেবতাঃ—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

ঋষির্হি পূর্বজা অস্যেক ঈশান ওজসা। ইন্দ্র

চোষ্কূযসে বসু ॥২৮॥ ঋ০ ৫।৮।১৭।৪১॥

ব্যাখ্যা—হে ঈশ্বর! আপনি "ঋষিঃ" সর্বজ্ঞ "পূর্বজাঃ" সকলের পূর্বপুরুষদের এক অদ্বিতীয় "ঈশানঃ" ঈশান কর্ত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরতাকারী, ঈশ্বর তথা সর্ব বৃহৎ প্রলয়োত্তরকালে আপনিই 'ওজসা' অনন্ত পরাক্রমশালী হইয়া বিদ্যমান থাকেন। হে ইন্দ্র! মহারাজাধিরাজ "চোষ্কূযসে বসু" সর্বপ্রাকার ধনদানকারী আপনি নিরবধি স্বীয় ভক্তজনোপরি করুণাধারা প্রবাহিত করিতেছেন। আপনি অত্যন্ত করুণার্দ্র পরায়ণ ॥ ২৮ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ত্রিত আপ্ত্যঃ। দেবতাঃ—আদিত্যাঃ। ছন্দঃ—নিচৃজ্জগতী। স্বরঃ—নিষাদঃ।

নেহ ভদ্রং রক্ষস্বিনে নাবয়ৈ নোপযা উত।

গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায চ শ্রবস্যতেঽনেহসো ব উতয়ঃ সুউতযো ব উতযঃ॥২৯॥

ঋ০ ৮।৪।৯।১২॥

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্! "রক্ষস্বিনে ভদ্রং নেহ" এই সংসারে পাপী হিংসক এবং দুষ্টদের সুখ দিবেন না। "নাবয়ৈ" ধর্মের প্রতিকূল আচরণকারীদের কখনও সুখ দিবেন না। "নোপযা উত" অধর্মাচারীদের নিকট যাহারা থাকে এবং যাহারা তাহাদের সাহায্য করে তাহারাও যেন কখনও সুখী না হয়। দুষ্টদের যেন কখনও সুখ না হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। এরূপ না হইলে কাহারও মধ্যে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থা থাকিবেনা। এই সংসারে ধর্মাত্মাদেরই সুখ দিবেন। আমাদের শমদমাদিযুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ, দুগ্ধবতী গাভী, বীরপুত্র, শূরবীর ভৃত্য "শ্রবস্যতে" বিদ্যা বিজ্ঞান এবং অন্নাদি, আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্যশালী রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য "অনেহসঃ" নিষ্পাপ নিরুপদ্রব স্থির সুখ হোক্। "ব উতযো

ব উতয়ঃ" (বঃ যুষ্মাকং বহুবচনমাদরার্থে) হে সর্বরক্ষক ইশ্বর! আপনি সকলের রক্ষাকর্তা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত ধর্মাত্মাগণের রক্ষক আপনি যাহাদের রক্ষক তাহারা যেন সদা সর্বদা পরম সুখে থাকে, ধর্মাত্মা ব্যতীত অন্যের যেন সুখ না হয় ॥ ২৯ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বিরূপ আঙ্গিরসঃ। দেবতাঃ—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—নিচৃদ্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

বসুর্বসুপতির্হি কমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি ॥৩০॥ ঋ০ ৬।৩।৪০।২৪॥

ব্যাখ্যা—হে পরমাত্মন্! আপনি "বসু" অর্থাৎ সকলকে নিজের মধ্যে নিবাস করান এবং সকলের মধ্যে নিজে নিবাস করেন। "বসুপতিঃ" পৃথিবীতে নিবাস করেন বলিয়া আপনি ভূতপতি। "কমসি" হে অগ্নে, বিজ্ঞানানন্দ স্বপ্রকাশ স্বরূপ! আপনি সর্ব সুখকারী এবং সুখস্বরূপ, "বিভাবসুঃ" সত্যপ্রকাশক একমাত্র ধনময়। হে ভগবন্। 'তে' আমরা যেন আপনার সেই "সুমতৌ" অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং পরস্পর প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি ॥ ৩০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতাঃ—অগ্নি বৈশ্বানরঃ। ছন্দঃ—বিরাট্‌ত্রিষ্টুপ্‌।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং
ভুবনানামভিশ্রীঃ ইতো জাতো বিশ্বমিদং
বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্য্যেণ ॥৩১॥

ঋ০ ১।৭।৬১॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! যিনি আমাদের এবং সমগ্র জগতের রাজা বিশ্বভুবনের স্বামী "কম্" সর্ব সুখদাতা এবং "অভিশ্রীঃ" সকলের নিধি (শোভন) "বৈশ্বানরো যততে সূর্য্যেণ" বিশ্বে অবস্থিত সর্বমানবের নেতা, (নায়ক) সূর্য্যের সহিত তিনিই প্রকাশিত অর্থাৎ সকল পদার্থ তাঁহারই রচিত। "ইতো জতো বিশ্বমিদং বিচষ্টে" এই বিশ্বের সমস্তই ঈশ্বরের সামর্থ্য দ্বারা রচিত। অর্থাৎ তিনিই বিশ্ব ভুবনের রচয়িতা। "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম" সেই বৈশ্বানরের "সুমতৌ" অর্থাৎ সুশোভন (উৎকৃষ্ট) জ্ঞানে আমরা বিশ্বাসী। তিনি বিজ্ঞানময় ও সুখ-স্বরূপ। হে মহারাজাধিরাজেশ্বর! কৃপা করিয়া আপনি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন ॥ ৩১ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বৃষাগিরৌ মহারাজস্য পুত্রভূতা বর্ষাগিরা ঋজ্রাশ্বাম্বরীষ সহদেব ভযমান সুরাধসঃ বার্ষাগিরা ঋজ্রাশ্বাঃ স্বরীষ সহদেব ভযমান সুরাধসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। নিচৃৎ—ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ

ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্তা আপশ্চন শবসো অন্তমাপুঃ। স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চমরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৩২ ॥ ঋ০ ১।৭।১০।১৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে অনন্তবলশালী! "ন যস্য" যে পরমেশ্বরের এবং তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের "দেবাঃ" ইন্দ্রিয় "দেবতাঃ" বিদ্বান্ সূর্য বুদ্ধি "নমর্তাঃ" ও সাধারণ মানুষ, "আপশ্চন" জল, প্রাণ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি অন্ত পায় না, কিন্তু "প্ররিক্বা" সেই পরমেশ্বর প্রকৃষ্টরূপে এ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান; সেই "মরুত্বান্" অত্যন্ত বলবান ইন্দ্র—ঈশ্বর "ত্বক্ষসা" শত্রুদলনকারী শক্তি দ্বারা "ক্ষ্মঃ" পৃথিবী "দিবশ্চ" এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর 'ঊতী' আমাদের রক্ষার জন্য "ভবতু" তৎপর হউন ॥ ৩২ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কশ্যপো মারীচি পুত্রঃ। দেবতাঃ—অগ্নিঃ জাতবেদা। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি
দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা
নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥৩৩॥ ঋ০ ১।৭।৭।১ ॥

ব্যাখ্যা—হে "জাতবেদ" পরব্রহ্মন্! আপনি জাতবেদ। সৃষ্টি-মুহূর্তেই বিশ্বজগৎকে আপনি জানেন এবং সর্বত্র ব্যাপক হইয়া বিদ্যমান আছেন। যে পরমেশ্বর বিদ্বান্ ব্যক্তিদের দ্বারা জ্ঞাত ও সর্বত্র বিদ্যমান, (জাত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত অনন্ত ঐশ্বর্যবান এবং অনন্ত জ্ঞানবান বলিয়া সেই পরমেশ্বর "জাতবেদ" "বয়ং সোমং সুনবাম" যে সমস্ত সোমগুণ বিশিষ্ট প্রিয় পদার্থ আমাদের আছে, সে সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। হে কৃপাময়! "অরাতীযত", দুষ্ট শত্রু, যাহারা আমাদের ন্যায় ধর্মাত্মাদের বিরোধী আপনি তাহাদের "বেদঃ" ধন, ঐশ্বর্য প্রভৃতি "নিদহাতি" নিত্য দহন করিয়া থাকেন। তাহারা যেন দুষ্ট কর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয় "নঃ" আমাদের "দুর্গাণি বিশ্বা" সম্পূর্ণ দুঃসহ দুঃখের হাত হইতে "পর্ষদতি" রক্ষা করিয়া আপনি নিত্য সুখ প্রদান করুন। "নাবেব সিন্ধুম্" অতি কঠিন দুস্তর নদী বা সমুদ্র

অতিক্রম করিতে হইলে যেমন নৌকা প্রয়োজন, সেইরূপ "দুরিতাত্যগ্নিঃ" আমাদের সর্বপ্রকার পাপজনিত দুঃখ এবং পীড়া হইতে পৃথক করিয়া ইহলোকে এবং মুক্তিতে অবিলম্বে সুখ প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বৃষগিরো মহারাজস্য পুত্রভূতা বার্ষাগিরা ঋজ্রাশ্বাম্বরীষ সহদেবা ভয়মানসুরাধসঃ।
দেবতাঃ—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

স বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃ
শতনীথ ঋভ্বা। চম্রীষো ন শবসা পাঞ্চজন্যো
মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৩৪ ॥ ঋ০ ১।৭।১০।১২ ॥

ব্যাখ্যা—হে দুর্জন বিনাশক **পরমাত্মান্!** আপনি "বজ্রভৃৎ" শিষ্টজন হিতকারক এবং দুর্জন বিনাশক। আপনি, অচ্ছেদ্য (দুর্জন ছেদক) শক্তি দ্বারা ন্যায়কে ধারণ করিয়া আছেন। ('প্রাণো বা বজ্রঃ' শত পথ ব্রাহ্মণ) অতএব "দস্যুহা" দুষ্ট পাপীজনের হননকারী—বিনাশকারী। আপনি 'ভীম' আপনার ন্যায়-আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারীর হৃদয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। "সহস্র চেতাঃ" আপনি সহস্র সহস্র বিজ্ঞান প্রভৃতি গুণের ধারণ কর্তা। "শতনীথঃ" আপনি

শত সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার পদার্থ লাভ করাইয়া থাকেন। আপনি "ঋভ্বা" অনন্ত বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রকাশক। কেবল তাহাই নহে আপনি সর্বপ্রকাশক, ও মহাবলশালী। "ন চম্রীষঃ" আপনি কাহারও সেনার বশীভূত হন না "শবসা" "পাঞ্চজন্যঃ" আপনি স্ববলে পাঞ্চজন্য—পঞ্চ প্রাণের জনক। "মরুত্বান্" আপনি সর্বপ্রকার, বায়ুর আধার, ও পরিচালক। তাই, 'ইন্দ্র' হে ইন্দ্র, আপনি আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের কোনও কর্ম যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়॥ ৩৪॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ। দেবতাঃ—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—বিরাড্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

সেমং নঃ কামমা পৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো।

স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ॥ ৩৫॥ ঋ ১।১।৩১।৯॥

হে শতক্রতো, অনন্তক্রিয়েশ্বর! আপনি অসংখ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা,—শুভ কর্মের দ্বারা লভ্য; আপনি অনন্ত ক্রিয়াময়। আপনি "গোভিরশ্বৈঃ" গাভী, উত্তম ইন্দ্রিয়, শ্রেষ্ঠ পশু, সর্বোত্তম অশ্ববিদ্যা (বিজ্ঞান প্রভৃতি) তথা অশ্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঘোড়া, পশু এবং চক্রবর্ত্তী রাজ্যৈশ্বর্য দ্বারা "সেমংনঃ কামমাপৃণ" আমাদের কামনা পূর্ণ করুন। "স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ"

আমরাও শুভ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া উত্তম, রীতিতে আপনার স্তুতি করিব। আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি, ব্যতীত আর কেহ অন্যের কামনা পূর্ণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপনি ব্যতীত অন্যের ধ্যান আরাধনা বা অন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করে, তাহার সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়।

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহুগণঃ। দেবতা—সোমঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্ধয়ামো বচোবিদঃ।

সুমৃডীকো ন আ বিশ ॥৩৬॥ ঋ০ ১।৬।২১।১১॥

ব্যাখ্যা—"সোম" সর্বজগৎ উৎপাদক ঈশ্বর। "বচোবিদঃ" শাস্ত্রবিদ্, আমরা বহুবিধ স্তুতি দ্বারা "বর্ধযাম" আপনাকে সর্বোপরি বিরাজমান জানিয়া স্বীকার করি। "সুমৃডীকঃ," "নঃ আবিশ" কেননা আপনিই আমাদের সুন্দর সুখ দান করেন। অতএব কৃপা করিয়া আপনি আমাদের হৃদয়ে নিবাস করুন। আমরা যেন অবিদ্যান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যারূপী সূর্যকে লাভ করি এবং আনন্দে থাকি ॥ ৩৬ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহুগণঃ। দেবতা—সোমঃ। ছন্দঃ—বিরাড্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা।

মর্য ইব স্ব ওক্যে ॥৩৭॥ ঋ০ ১।৬।২১।১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে "সোম" সৌম্য সৌখ্যপ্রদেশ্বর। আপনি কৃপা করুন। (দৃষ্টান্ত) সূর্যের কিরণ, বিদ্বান্ ব্যক্তির মন এবং গাভী ও পশুকুল যেরূপ আপন আপন বিষয়ে—তৃণ প্রভৃতিতে বিচরণ করে অথবা যেরূপ "মর্য্যঃ", "ইব, স্বে ওক্যে" নরনারী আপন গৃহে বিরাজ করে, তদ্রূপ আপনি সদাসর্বদা স্বপ্রকাশযুক্ত হইয়া আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করুন। যাহাতে আমরা যথার্থ সর্বজ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দিত হই ॥ ৩৭ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—গোতমো রাহুগণঃ। দেবতাঃ—সোমঃ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

গয়স্ফানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টি বর্ধনঃ।

সুমিত্রঃ সোম নো ভব ॥৩৮॥ ঋ০ ১।৬।২১।১২ ॥

ব্যাখ্যা—হে পরমাত্মভক্ত জীব! যে ইষ্টদেব তোমার পরমেশ্বর তিনি "গয়স্ফানঃ" প্রজা, ধন, জনপদ এবং সুরাজ্য

বর্দ্ধক, "অমীবহা" শরীর ইন্দ্রিয় জন্য ব্যাধি এবং মানস রোগ হনন ও বিনাশকারী, "বসুবিৎ" সমস্ত পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুর জ্ঞাতা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও বিদ্যাদি ধন প্রদাতা। "পুষ্টিবর্দ্ধনঃ" তিনি আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার তুষ্টি বর্দ্ধক। "সুমিত্রঃ, সোম, নঃ ভব" তিনিই সুন্দর যথাবৎ সকলের বন্ধু। সেই কারণ আমরা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, হে সোম সর্ব্বজগদুৎপাদক! কৃপা করিয়া আপনিই আমাদের বন্ধু হোন্, আর আমরাও যেন সর্ব্বজীবের মিত্র হইতে পারি এবং আপনার ন্যায় অত্যন্ত মিত্রভাবে তাহাদের রাখি ॥ ৩৮ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পারিভূরসি অপ।
নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৩৯ ॥ ঋ০ ১।৭।৫।৬॥

ব্যাখ্যা—হে অগ্নে পরমাত্মন্! "ত্বং হি" আপনিই "বিশ্বতঃ পরিভূরসি" বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। অতএব আপনি বিশ্বতোমুখ নামে প্রসিদ্ধ।

হে সর্ব্বতোমুখ অগ্নে! আপনি স্বশক্তি প্রভাবে সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া নিত্য সত্য উপদেশ দিতেছেন।

ইহাই তো আপনার মুখ। হে কৃপাময়! "অপ নঃ শোশুচদঘম্" আপনার কৃপায় সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হোক্, যাহাতে আমরা সকলে নিষ্পাপ হইয়া আপনার ভক্তি ও আজ্ঞা পালনে নিত্য তৎপর থাকিতে পারি ॥ ৩৯ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—দ্রবিণোদা অগ্নিঃ শুদ্ধোঽগ্নির্বা। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

তমীডত প্রথমং যজ্ঞসাধবং বিশ আরীরাহুত
মৃঞ্জসানম্। ঊর্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং
দেবা অগ্নিং ধারযন্দ্রবিণোদাম্ ॥ ৪০ ॥

ঋ০ ১।৭।৩।৩।

ব্যাখ্যা—হে মানব! "তমীডত" সেই অগ্নির স্তুতি কর, তিনি "প্রথমম্" সমস্ত কর্মের পূর্বে বর্ত্তমান এবং সর্ব কর্মের মুখ্য কারণ। "যজ্ঞ সাধম্" বিশ্ব সংসার এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির জনক। হে "বিশঃ" মানব! তাঁহাকেই স্বামী জানিয়া "আরীঃ" তাঁহাকে লাভ কর। যাঁহাকে আমরা দীন হইয়া ডাকি, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করেন ও জানেন। "ঊর্জঃ পুত্রং ভরতম্" পৃথিবী আদি জগৎরূপ

অন্নের পুত্র অর্থাৎ পালনকারী, এবং ভরত অর্থাৎ সেই অন্নের পোষণ ও ধারণকারী। "সুপ্রদানুম্" তিনিই বিশ্বজগৎকে চলার শক্তি দান করেন, জ্ঞান দান করেন। তাঁহাকেই "দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্" দেবগণ (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) অগ্নি জানিয়া, তাঁহাকেই ধারণ করেন। তিনি সমস্ত জগৎকে, দ্রবিণ অর্থাৎ জীবন নির্বাহের জন্য অগ্নি জলাদি পদার্থ ও বিদ্যাদি পদার্থ সমূহ দান করেন। সেই অগ্নি পরমাত্মা ব্যতীত অপর কাহারও উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন ও প্রার্থনা করা কখনও উচিত নহে॥ ৪০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—বার্ষাগিরো বৃষগিরো মহারাজস্য পুত্রভূতা বর্ষাগিরা ঋজ্রাশ্বাম্বরীষ সহদেব ভয়মান স্থরাধসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ।

তমূতয়ো রণয়ঞ্ছূরসাতৌ তং ক্ষেমস্য
ক্ষিতয়ঃ কৃণ্বত ত্রাম্। স বিশ্বস্য করুণস্যেশ্
এ কো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র উতী॥ ৪১ ॥

ঋ০ ১।৭।৯।৭॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! "তমূতয়ঃ" সেই ইন্দ্র পরমেশ্বরের প্রার্থনা এবং শরণাগতি দ্বারা নিজেকে "উতয়ঃ" পরম রক্ষণ ও বল প্রভৃতি গুণে ভূষিত করিতে পারিলে; "শূরসাতৌ" যুদ্ধে

নিজেকে যথাযথভাবে "রণযন্" লিপ্ত এবং রণভূমিতে শূরবীর-গণের মধ্যে পরস্পর গুণ পরিচয় ও প্রীতি উৎপন্ন করিতে পারিবে। "তং ক্ষেমস্য, ক্ষিতয়ঃ" হে শূরবীর মানব! তাঁহাকেই ক্ষেম ও কুশলতার "ত্রাম্" রক্ষক "কৃণ্বত" করো, তোমার কখনও পরাজয় হইবে না। কেননা, "সঃ, বিশ্বস্য" সেই করুণাময়, সমস্ত জগতের প্রতি করুণাকারী "একঃ" একজনই আছেন, অপর কেহ নাই। সেই পরমাত্মা "উতী" (উতযে) আমাদের সম্যক রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার সংরক্ষণে আমরা রক্ষিত, আমরা কখনও পরাজিত হইব না॥ ৪১॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—সত্যগুণবিশিষ্টোঽগ্নিঃ শুদ্ধোঽগ্নির্বা। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

স পূর্ব্বযা নিবিদা কব্যতাযোরিমাঃ প্রজা

অজনযন্ম নূনাম্। বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ

দেবা অগ্নিং ধারযন্দ্রবিণোদাম্॥ ৪২॥

ঋ০ ১।৭।৩।২॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! সেই "পূর্ব্বযা, নিবিদা" আদি সনাতন, সততা প্রভৃতি গুণযুক্ত ঈশ্বরই (প্রলয়কালে) ছিলেন, অন্য কিছুই (কার্য্যজগৎ) ছিল না। তাহার

পর সৃষ্টির আদিতে স্ব-প্রকাশ স্বরূপ এক ঈশ্বর, প্রজা উৎপন্নের ঈক্ষণ দ্বারা (সংকল্প) কব্যতাযোঃ” সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সামর্থ্য বলেই সত্যবিদ্যাময় বেদ এবং “মনূনাম্” মননশীল মানব ও অন্যান্য পশু বৃক্ষ প্রভৃতি, মানব ও পশু প্রভৃতির পরস্পর ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ‘প্রজা’ এই প্রজাবৃন্দ “অজনযৎ” উৎপন্ন করিলেন। সেই কারণ তিনি মননশীল মানবের পক্ষে অবশ্যই স্তুতিযোগ্য। “বিবস্বতা চক্ষসা” সূর্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্থের প্রকাশক শক্তিতে স্বর্গ (সুখ বিশেষ) লোক “অপঃ” অন্তরিক্ষে পৃথিবী প্রভৃতি মধ্যম লোক এবং নিকৃষ্ট দৃশ্যমান্ তারকা প্রভৃতি লোক-লোকান্তর রচনা করিয়াছেন। যিনি এইরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহাকে ‘দ্রবিণোদাম্’ বিজ্ঞান প্রভৃতি ধনদাতাকে “দেবাঃ” বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অগ্নি বলিয়া জানেন। আমরা তাঁহারই উপাসনা করি ॥ ৪২ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—জগতি। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা

ভরে ভরে। অস্মভ্যমিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি

প্র শত্রূণাং মঘবন্ বৃষ্ণ্যা রুজ ॥ ৪৩ ॥

ঋ০ ১।৭।১৪।৪॥

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র পরমাত্মন্! "ত্বয়া যুজা বয়ং জয়েম" আপনার সহিত বর্ত্তমান আমরা যেন আপনার সাহায্যে দুষ্ট শত্রুদের বিজয় করি। কিরূপ সে শত্রু? "আবৃতম্" আমাদের বলদ্বারা সমাবৃত।

হে মহারাজাধিরাজেশ্বর! "ভরে ভরে অস্মাকমংশমুদবা" কৃপা করিয়া প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদের 'অংশ' (বল) সৈন্য সকলকে "উদব" উত্তমরূপে রক্ষা করুন। আমরা যেন কোনও যুদ্ধে ক্ষীণ হইয়া পরাজিত না হই। যেস্থানে আপনার সাহায্য বিদ্যমান, সকল সময় সেই স্থানে বিজয়ই হয়।

হে "ইন্দ্র মঘবন্!" মহা ধনেশ্বর! "শত্রূণাং বৃষ্ণ্যা" আমাদের শত্রুর বীর্য ও পরাক্রম প্রভৃতিকে "প্ররুজ" প্রভগ্ন রুগ্ন করিয়া নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিন। "অস্মভ্যং বরিবঃ সুগং কৃধি" আমাদের জন্য চক্রবর্ত্তী রাজ্য ও সাম্রাজ্য ধন "সুগম্"

অনায়াসে লাভ অর্থাৎ আপনার করুণায় আমাদের রাজ্য এবং ধন সদা প্রবৃদ্ধ হোক ॥ ৪৩ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—বিরাড্ জগতী।

যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতির্যো ব্রহ্মণে

প্রথমো গা অবিন্দৎ। ইন্দ্রো যো দস্যূঁ্যরধরাঁ

অবাতিরন্মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥ ৪৪ ॥

ঋ০ ১।৭।১০।৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! যিনি সমস্ত জগৎ (স্থাবর) জড় অপ্রাণী এবং "প্রাণতঃ" সচেতন জগতের "পতিঃ" অধিষ্ঠাতা ও পালক—পালনকর্ত্তা; যিনি সমস্ত জগতে প্রথম হইতে সদা বর্তমান, এবং "ব্রাহ্মণে গাঃ অবিন্দৎ" যিনি এই নিয়ম করিয়াছেন যে ব্রহ্ম অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের জন্যই পৃথিবীর কল্যাণ তথা তাহাদেরই রাজত্ব। যে "ইন্দ্রঃ" পরম ঐশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মা দস্যুদের "অধরান্ নীচে ফেলিয়া তাহাদের দলন করেন, "মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে" এস বন্ধুগণ, এস ভাই, আমরা সকলে সম্প্রীতিভাবে মিলিয়া "মরুত্বান্" অর্থাৎ

পরামানন্দ বলযুক্ত ইন্দ্র পরমাত্মার সখা হইবার জন্য আকুলভাবে (ভক্তি) গদ গদ হইয়া ডাকি। তিনি যে কৃপা করিয়া অবিলম্বে আমাদের সহিত সখিত্ব, পরম মিত্রতা স্থাপন করিবেন এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—রুদ্রঃ। ছন্দঃ—নিচৃজ্জগতী।

মৃডা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায়

নমসা বিধেম তে। যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে

পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু ॥ ৪৫ ॥

ঋ০ ১।৮।৫।২॥

ব্যাখ্যা—হে রুদ্রেশ্বর ? আপনি দুষ্টদের রোদন করান। আমাদের "মৃড" সুখী করুন, "ময়স্কৃধি" অর্থাৎ আমাদের অত্যন্ত সুখ সম্পাদন করুন। "ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে" আপনি শত্রুপক্ষের বীর ক্ষয়কারী, অসংখ্য স্তুতি নমস্কার প্রভৃতি দ্বারা আমরা আপনার আরাধনা করি, আপনি আমাদের যথাবৎ রক্ষা করুন। "যচ্ছন্" হে রুদ্র! আপনি আমাদের পিতা

(পালক) আমাদের সমস্ত প্রজাকে সুখী করুন। "যোশ্চ" প্রজাজনের রোগও নাশ করুন। "মনুঃ" মান্যকারক, পিতা যেরূপ "আয়জে" আপন প্রজাকে সঙ্গত ও নানাভাবে লালন করেন সেইরূপ আপনিও আমাদের লালন-পালন করুন।

হে রুদ্র ভগবন্! "তব প্রণীতিষু" আপনার আজ্ঞার প্রণয় অর্থাৎ উত্তম ন্যায়যুক্ত নীতি সমূহে প্রবৃত্ত হইয়া 'তদশ্যাম" বীরদের জন্য আপনি চক্রবর্ত্তী রাজ্য প্রদান করুন, অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে বীরেরা যেন চক্রবর্ত্তী রাজ্যলাভ করে ॥ ৪৫ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—পরাশরঃ শাক্ত্যঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ

দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি
হিতমিত্রো ন রাজা। পুরঃসদঃ শর্মসদো ন
বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী ॥ ৪৬ ॥

ঋ০ ১।৫।১৭।৩॥

ব্যাখ্যা—হে প্রিয় বিদ্বান্, বন্ধুগণ! "দেবঃ ন" ঈশ্বর সমস্ত জগতের ভিতর ও বাহির সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত করিতেছেন। "যঃ পৃথিবীম্" তিনি পৃথিবী প্রভৃতি বিশ্বজগৎ রচনা করিয়া

ধারণ করিয়া আছেন এবং "বিশ্বধাযাঃ উপক্ষেতি" বিশ্বধারক শক্তির ও আশ্রয়দাতা তথা ধারণ কর্তা; তিনি বিশ্বজগতের পরমমিত্র অর্থাৎ যেরূপ "প্রিযমিত্রাঃ, নঃ রাজা" প্রিয়মিত্রবান্ রাজা, আপন প্রজাবর্গের যথাবৎ পালন করিয়া থাকেন সেইরূপ একমাত্র তিনিই, আমাদের পালন কর্তা অপর কেহ নহে। "পুরঃসদঃ শর্মসদঃ নঃ বীরাঃ" যে ব্যক্তি পুরঃসদ, (ঈশ্বরাভিমুখ) তাহারাই শর্মসদ অর্থাৎ সদা সুখে স্থির থাকে। অথবা যেরূপ "নঃ বীরাঃ" আপন পুত্র পিতৃগৃহে সানন্দে নিবাস করে, সেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের ভক্ত, তাহারা সদা সুখী হয়।

কিন্তু যাহারা অনন্যচিত্ত হইয়া নিরাকার সর্ব-ব্যাপক ঈশ্বরকে সত্য-শ্রদ্ধা দ্বারা ভক্তি করে, যেরূপ "অনবদ্যা পতি জুষ্টেব নারী" অত্যন্ত উত্তম গুণযুক্ত পতিসেবা-পরায়ণা পতিব্রতা নারী (স্ত্রী) দিবা রাত্র কায়মনোবাক্যে প্রেমভক্তি পরায়ণা হইয়া পতির অনুকূল আচরণ করে ; সেইরূপ হে বন্ধুগণ! এসো প্রেমভক্তি-সহকারে অমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি এবং সকলে মিলিয়া পরমসুখ উপভোগ করি ॥ ৪৬ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—অভিতপাঃ সৌর্যঃ। দেবতা—সূর্যঃ। ছন্দঃ—নিচৃজ্জগতী। স্বর—নিষাদঃ।

সা মা সত্যোক্তিঃ পরি পাতু বিশ্বতো দ্যাবা
চ যত্র ততনন্নহানি চ। বিশ্বমন্যন্নি বিশতে
যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্যঃ॥ ৪৭ ॥

ঋ০ ৭।৮।১২।২।।

ব্যাখ্যা—হে সর্বঅভিরক্ষকেশ্বর! "সা মা সত্যোক্তি" আপনার যে সত্য আজ্ঞার অনুষ্ঠান আমরা করিয়াছি, "বিশ্বতঃ পরিপাতু নঃ" উহা আমাদের সকলকে সদাসর্বদা পালন করুক, এবং সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম হইতে সদা দূরে সরাইয়া অধর্ম আচরণের প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করুক। আমাদের মধ্যে অধর্ম আচরণের ইচ্ছা যেন কদাপি না হয়, "দ্যাবা চ" এবং সদাসর্বদা সুখে থাকি। "যত্র" যে দিব্য সৃষ্টিতে "অহানি" দিবা রাত্র সংঘটনের জন্য সূর্যাদি আপনিই "ততনন্" বিস্তৃত করিয়াছেন, সেখানেও সর্বপ্রকার উপদ্রব হইতে আমাদের রক্ষা করুন। "বিশ্বমন্যৎ" আপনি ব্যতীত বিশ্ব অর্থাৎ সমগ্র জগৎ যে সময় আপনার সামর্থ্য বলে (প্রলয়ে) "নিবিশতে" প্রবেশ করিয়া থাকে (কার্য্য সমূহে কারণে বিলীন হয় বা কারণাত্মক হয়),

সেই সময়েও আপনি যেন আমাদের রক্ষা করেন। "যদেজতি" যে সময় এই জগৎ আপনার সামর্থ্যে পরিচালিত হইয়া উৎপন্ন হয়, সে সময়েও যেন সর্বপ্রকার পীড়া হইতে আমাদের রক্ষা করেন। "বিশ্বাহাপো, বিশ্বাহা" যাহারা বিশ্বের হন্তা (দুঃখদাতা) আপনি তাহাদের বিনাশ করুন। কেননা আপনার, উপস্থিতিতে কোন্‌ রাক্ষস (দুষ্টজন) কি করিতে পারে? আপনিই সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া উদিত (প্রকাশমান)। "সূর্যবৎ" কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোন, আপনার প্রকাশে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অবিদ্যান্ধকার বিনিষ্ট হোক্‌ ॥ ৪৭ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—বিরাড্‌জগতী। স্বরঃ—নিষাদঃ।

দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্ভুতো
বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে। শর্মন্‌ৎস্যাম তব
সপ্রথস্তমে হগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং
তব ॥ ৪৮ ॥ ঋ০ ১।৬।৩২।১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! আমরা যে পরমাত্মার স্তুতি করিব তিনি কিরূপ? সেই পরমাত্মা, "দেবঃ দেবানমসি" দেবগণেরও (পরম বিদ্বান্‌ ব্যক্তিদেরও) দেব (পরম বিদ্বান্‌) এবং বিদ্বান্‌ ব্যক্তিদেরও পরম আনন্দদাতা; "অদ্ভুতঃ" তিনি অনন্ত আশ্চর্যরূপ মিত্র, সর্বসুখকারক সকলের সখা, "বসুঃ" পৃথিবী প্রভৃতি বসুরও নিবাস কর্তা তথা "অধ্বরে" জ্ঞানাদি যজ্ঞে "চারুঃ" অত্যন্ত শোভনীয় ও শোভা দানকারী।

হে পরমাত্মন্‌। "স প্রথস্তমে সখ্যে, শর্মন্‌ তব" আপনার অতি বিস্তৃত আনন্দ স্বরূপ মিত্রতার কর্মে আমরা যেন স্থির থাকিতে পারি, যাহাতে কোনও কালে আমরা দুঃখ ভোগ না করি এবং আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন কখনও কাহারও অপ্রীতিভাজন না হই॥ ৪৮ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ॥

মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া

ভোজনানি প্র মোষীঃ। আণ্ডা মা নো মঘবঞ্ছক্র

নির্ভেন্মা নঃ পাত্রা ভেৎসহজানুষাণি ॥ ৪৯ ॥

ঋ০ ১।৭।১৯।৮॥

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র পরম ঐশ্চর্যযুক্তেশ্বর! "মা নো, বধীঃ" আমাদের বধ করিবেন না অর্থাৎ আমাদিগকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিবেন না। "মা পরাদাঃ" আপনি আমা হইতে কদাপি বিযুক্ত হইবেন না। "মা নঃ প্রিয়া" আমাদের প্রিয় ভোগ্য সামগ্রী সমূহ হইতে আমাদের বঞ্চিত করিবেন না এবং বঞ্চিত করাইবেন না, এবং "আণ্ডা মা" আমাদের গর্ভ বিদারণ করিবেন না।

হে "মঘবন্" সর্বশক্তিমন্, "শক্র" আমাদের সমর্থ্যবান্ পুত্রদের বিদারণ করিবেন না। "মা নঃ পাত্রা" আমাদের ভোজন করিবার স্বুবর্ণ প্রভৃতি পাত্রসমূহকে আমা হইতে পৃথক্ হইতে দিবেন না। "সহজানুষাণি" যাহা যাহা আমাদের সহজ অনুষক্ত-স্বভাবতঃ অনুকূল-মিত্র, উহা আপনি নষ্ট করিবেন না,

অর্থাৎ কৃপা করিয়া পূর্বোক্ত সমস্ত পদার্থের যথাযথভাবে রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—রুদ্রঃ। ছন্দঃ—নিবৃজ্জগতী। স্বরঃ—নিষাদঃ।

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন

উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ

পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো

রুদ্র রীরিষঃ ॥ ৫০ ॥ ঋ০ ১।৮।৬।৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে রুদ্র, দুষ্টবিনাশক ঈশ্বর। আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন। "মা নো বঃ" আপনি আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ পিতা। আপনি আমাদের সকলকে নষ্ট করিবেন না। তথা 'মা নো অর্ভকম্" ছোট বালক এবং "উক্ষন্তম্" বীর্য সেচনক্ষম যুবক এবং যে গর্ভে বীর্য সিক্তিত হইয়াছে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না। আমাদের পিতা, মাতা এবং প্রিয় তনুর (শরীর সমুদায়) প্রতি "মা রীরিষঃ" বিনষ্ট করিবেন না ॥ ৫০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস আঙ্গিরসঃ। দেবতা—রুদ্রঃ। ছন্দঃ—জগতী। স্বরঃ—নিষাদঃ ৮

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে ॥ ৫১ ॥ ঋ০ ১।৮।৬।৮ ॥

ব্যাখ্যা—"মা নঃ তোকে" কনিষ্ঠ, মধ্যম ও জ্যেষ্ঠপুত্র "আয়ৌ" আয়ু "গোষু" গবাদি পশু, "অশ্বেষু" অশ্ব প্রভৃতি উত্তম যান, আমাদের শূর বীর সেনার মধ্যে যাহারা যজ্ঞকরে, ইহাদের মধ্যে কেহ যেন কদাপি "ভামিতঃ, ক্রুদ্ধ এবং "মা রীরিষঃ" রুষ্ট না হয়। আমরা আপনাকে "সদমিত্ত্বা হবামাহে" সদাসর্বদা আহ্বান করিতেছি।

হে ভগবান্ রুদ্র পরমাত্মন্! আপনার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য আদি রক্ষা করুন ॥৫১॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গৃৎসমদঃ শৌনকঃ। দেবতা—কপিঞ্জল ইবেন্দ্রঃ। ছন্দঃ—ভুরিগতিশক্বরী।
স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

উদ্‌গাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব

সবনেষু শংসসি। বৃষেব বাজী শিশুমতীর—

পীত্যা সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমা বদাবিশ্বতো

নঃ শকুনে পুণ্যমা বদ॥ ৫২॥ ঋ০ ২।৮।১২।২॥

ব্যাখ্যা—হে শকুন সর্বশক্তিমন্, ঈশ্বর। আপনি সামগান তো করেনই। আমাদের হৃদয় সর্বপ্রকার বিদ্যার সঙ্গীতে পূর্ণকরুন। যজ্ঞস্থলে মহাপণ্ডিত যেরূপ গীতদ্বারা সামগান প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি ও আমাদের সকলের হৃদয়ে সাম প্রভৃতি বিদ্যার প্রকাশ করুন। "ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু" আপনি কৃপা করিয়া সবনের (পদার্থ বিদ্যার) "শংসসি" প্রশংসা করেন, ঐরূপ আমাদের ও যথাবৎ প্রশংসা করুন। "ব্রহ্মপুত্র ইব" যেরূপ বেদবেত্তা বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত পদার্থের প্রশংসা করেন আমাদের প্রতিও আপনি সেইরূপ কৃপা করুন। আপনি "বৃষেব বাজী" সর্বশক্তিমান্, অন্নাদি

পদার্থের দাতা এবং মহাবলবান্ ও বেগবান্ বলিয়া বাজা; আপনি যেরূপ বৃষভের মত উত্তম গুণ ও উত্তম পদার্থ সমূহের বৃষ্টি করিয়া থাকেন সেইরূপ আমাদের প্রতিও কৃপা করুন। "শিশুমতিঃ" আমরা যেন আপনার কৃপায় উত্তম শিশু (সন্তান আদি) "অপীত্য" লাভ করিয়া আপনার উপাসনা করি। "আসর্বতো নঃ শকুনে" হে শকুনে! সর্বসামর্থ্যবান্ ঈশ্বর! চতুর্দিক হইতে আমাদের জন্য "ভদ্রম্" কল্যাণময়ী বাণী উত্তমরূপে 'আবদ' উচ্চারণ করুন। অর্থাৎ কল্যাণ আদেশ এবং উপদেশ প্রদান করুন, আমরা যেন অকল্যাণের কথা (অকল্যাণরকর কথা) না শুনি। "বিশ্বতো নঃ শং" হে সর্বজন সুখদাতা ঈশ্বর! সমস্ত জগতের জন্য 'পুণ্যম' ধর্মাত্মা পুরুষদের কর্ম করিবার 'আবদ' উপদেশ দিন। যাহাতে কোনও মনুষ্য যেন অধর্ম আচরণ করিবার ইচ্ছাও না করে এবং সর্বত্র সকলের হৃদয়ে সত্যধর্ম পালন ও আচরণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় ॥৫২॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গৃৎসমদঃ শৌনকঃ। দেবতা—কপিঞ্জল ইবেন্দ্রঃ। ছন্দঃ—নিচৃজ্জগতী।
স্বরঃ—নিষাদঃ

আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ

সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ। যদুৎপতন্বদসি

কর্করির্যথা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ৫৩॥

ঋ০ ২।৮।১২।৩ ॥

ব্যাখ্যা—"আবদনত্বং শকুনে" হে শকুনে জগদীশ্বর! আপনি সর্বপ্রকার "ভদ্রম্" কল্যাণের এবং কল্যাণ অর্থাৎ ব্যবহারিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে মোক্ষসুখ তাহারই নিরন্তর উপদেশ করুন। "তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিম্" হে অন্তর্যামিন্! আমাদের হৃদয়ে সদা স্থির থাকিয়া মৌন ভাবেই "সুমতিম্" সর্বোত্তম জ্ঞান দান করুন। "চিকিদ্ধি নঃ" কৃপা করিয়া নিজে থাকিবার জন্য আমার হৃদয়কে আপনার নিবাসস্থান করুন। আমরা যেন আপনার পরম বিদ্যা লাভ করিতে পারি। 'যদুৎপতন্বদ ০' উত্তম ব্যবহার লাভ করিয়া আমরা যেন (যথা) আপনার ন্যায় 'কর্করির্বদসি' কর্ত্তব্য কর্ম, ও ধর্মাচরণ অত্যন্ত পুরুষার্থের সহিত করিতে পারি।

অকর্ত্তব্য-দুষ্টকর্ম কদাপি করিবে না। উপদেশে বলা হইয়াছে কেহ যেন কখনও পুরুষার্থ অর্থাৎ যথাযোগ্য উদ্যম পরিত্যাগ না করে। যেরূপ "বৃহদ্বদেম বিদথে" বিজ্ঞান প্রভৃতি যজ্ঞ অথবা ধর্মসম্মত যুদ্ধে, "সুবীরাঃ" অত্যন্ত পরাক্রমশালী শূরবীর হইয়া বৃহৎ (সর্বমহান্) আপনি যে পরব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের "বদেম" স্তুতি, আপনার উপদেশ মত কর্ম, আপনার প্রার্থনা, এবং উপাসনা তথা আপনার মহান্ অখণ্ড সাম্রাজ্যের তথা সর্বমানবের যেন সর্বদা হিত চিন্তা করি ; হিতকথা সর্বদা বলি ও শ্রবণ করি। আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন পরমানন্দ ভোগ করি ।। ৫৩ ।।

ওম্ মহারাজাধিরাজায পরমাত্মনে নমো নমঃ।

ইতি

শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাণাং মহাবিদুষাং

শ্রীযুত বিরজানন্দ সরস্বতী স্বামিনাং শিষ্যেণ

দযানন্দ সরস্বতী স্বামিনা বিরচিত

আর্যাভিবিনযে প্রথমঃ প্রকাশঃ

পুর্ত্তিমাগমৎ

সমাপ্তোঽযং প্রথমঃ প্রকাশ ॥

॥ ওম্ ॥

তৎ সৎ পরমাত্মনে নমঃ

অথ দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ

ওম্ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু।
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥

তৈত্তিরীয়ারণ্যকে ব্রহ্মানন্দবল্লী
প্রপা০ ১০ প্রথমানুবাকঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—হে সহনশীলেশ্বর! আপনি ও আমরা যেন পরস্পর প্রসন্নভাবে একে অপরকে রক্ষা করি। আপনার কৃপায় আমরা যেন সদা সর্বদা আপনারই স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করি এবং আপনাকেই পিতা, মাতা, বন্ধু, রাজা, স্বামী, সহায়ক সুখদ, সুহৃদ্ ও পরমগুরু বলিয়া জানি। আপনাকে মুহূর্ত্ত মাত্রও যেন ভুলিয়া না থাকি। আপনার সমান বা অধিক আর কাহাকেও যেন না জানি বা মানি।

আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সকলে পরস্পর প্রীতিমান্ রক্ষক, সহায়ক ও পরম-পুরুষার্থ পরায়ণ হই। আমরা যেন একে অপরের দুঃখ দেখিতে না পারি। স্বদেশবাসীর সকলকে নিরতিশয় বৈরত্যাগী, প্রীতি পরায়ণ করিয়া কপটতা রহিত করুন। "সহ নৌ ভুনক্তু" আপনার সহিত আমরাও যেন

পরস্পর পরমানন্দ উপভোগ করি। আমরা সকলে পরস্পরের হিতকামনা করিয়া আনন্দ ভোগ করিব, আপনি আমাদের সকলকে পরমানন্দের অধিকারী করুন, পরমানন্দ হইতে আমাদের মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত করিবেন না। "সহ বীর্য্যং করবাবহৈ" আপনার সহায়তায় আমরা যেন পরম পুরুষার্থ দ্বারা পরমবীর্য সত্যবিদ্যা লাভ করি।

"তেজস্বিনাবধীত মস্তু" হে অনন্ত বিদ্য অমর ভগবন্! আপনার কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাদের পঠন-পাঠন পরম বিদ্যাময় হোক্। আমরা যেন বিশ্বের সর্বত্র সমুজ্জল হইয়া অনন্য প্রীতি সহকারে পরমবীর্য ও পরাক্রম বলে নিরঙ্কুশ চক্রবর্ত্তী রাজ্য উপভোগ করি। আমাদের মধ্যে নীতিমান্ পুরুষ জন্মলাভ করুক। আমাদের প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শন করুন, আমরা যেন অনাচার অসত্য বেদ বিরুদ্ধ মত-মতান্তর শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া এক সত্য সনাতন ধর্ম আচরণ করি। সর্বপ্রকার বৈরতার মূল যে অনাচার, মত-মতান্তর, উহা যেন সত্বর অবলুপ্ত হয়। "মা বিদ্বিষাবহৈ" হে জগদীশ্বর! আপনার সামর্থ্যবলে আমাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ ভাব অর্থাৎ প্রীতিহীনতা যেন না থাকে। আমরা যেন কায়মনোবাক্যে ও পরম প্রীতি সহকারে আমাদের সর্বপ্রকার বিদ্যা সকলের সুখ ও উপকারের জন্য নিযুক্ত করিতে পারি। "ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" হে ভগবন্ জগতে ত্রিবিধ তাপ বিদ্যমান। প্রথমতঃ,-আধ্যাত্মিক, (শারীরিক) যাহা জ্বর প্রভৃতি পীড়া হইতে পাইয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ, আধিভৌতিক, যাহা শত্রু,

সর্প, ব্যাঘ্র, চৌরাদি দ্বারা পাইয়া থাকি। তৃতীয়তঃ আধিদৈবিক, যাহা মন, ইন্দ্রিয় অগ্নি, বায়ু, অতিবৃষ্টি, অতিশীত, অতিউষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে করুণাসাগর! আপনি এই ত্রিতাপ হইতে শীঘ্র আমাদের পরিত্রাণ করুন, যাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দে সদা আপনার উপাসনায় রত থাকিতে পারি।

হে বিশ্বগুরো! আমাকে অসৎ (মিথ্যা) এবং অনিত্য পদার্থ তথা অসৎ কর্ম হইতে পৃথক করিয়া সত্য ও নিত্য পদার্থ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত করুন।

হে জগন্মঙ্গলময়! আমাদিগকে সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে বিমুক্ত করিয়া সুখ লাভ করান। [সর্ব দুঃখেভ্যো মোচয়িত্বা সর্বসুখানি প্রাপয়]

হে প্রজাপতে! (সুপ্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন, পরমৈশ্বর্যেণ, সংযোজয) উত্তম প্রজা, পুত্রাদি, হস্তি, অশ্ব, গবাদি উত্তম পশু, সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা ও চক্রবর্ত্তী রাজ্যাদি পরমৈশ্বর্য্য যাহা স্থির পরম সুখকারক উহা শীঘ্র লাভ করান।

হে পরম বৈদ্য! আমাদিগকে (সর্ব্বরোগাৎ পৃথক্কৃত্য নৈরোগ্যান্দেহি) সর্ব্বথা সর্বপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত করিয়া পরম নৈরোগ্য প্রদান করুন। হে মহারাজাধিরাজ! [মনসা বাচা, কর্মণা অজ্ঞানেন প্রমাদেন বা যদ্যদ্পাপং কৃতং ময়া, তত্তৎসর্বং কৃপয়া ক্ষমস্ব * জ্ঞানপূর্ব্বকপাপকরণান্নিবর্তযতু মাম্] মন, বাণী এবং কর্মদ্বারা এবং অজ্ঞানতা বা প্রমাদ বশতঃ যে

* ক্ষমস্ব অর্থাৎ সক্ষমং কুরু। —সম্পাদক

পাপ আমি করিয়াছি অথবা যদি কিছু করি সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা,—অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক পাপ করিবার প্রবৃত্তিকে দমন করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন] অর্থাৎ আমি যেন শুদ্ধ হইয়া আপনার আরাধনা করিতে পারি।

(হে ন্যায়াধীশ! কুকামকুলোভকুমোহভয়শোকালস্যের্ষ্যা দ্বেষপ্রমাদবিষয় তৃষ্ণানৈষ্ঠুর্য্যাভিমানদুষ্টভাবাবিদ্যাভ্যো নিবারয়, এতেভ্যো বিরুদ্ধেষুত্তমেষু গুনেষু সংস্থাপয় মাম্।) হে ঈশ্বর! কৃপা করিয়া কুকাম কুলোভাদি পূর্ব্বোক্ত দুষ্টদোষ সমূহ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে শ্রেষ্ঠ কর্মে নিযুক্ত করুন। আমি অত্যন্ত দীন হইয়াই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ব্যতাত অন্য কাহারও প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিব না এবং আপনার আদেশ ব্যতীত অন্য কাহারও আদেশ মানিব না।

হে প্রাণপতে! প্রাণপ্রিয়, প্রাণপতিঃ প্রাণাধার প্রাণজীবন স্বরাজ্য প্রদ! আপনিই, আমাদের প্রাণদাতা, আপনি ব্যতীত আমাদের সাহায্যকারী কেহই নাই, হে মহারাজাধিরাজ! আপনার অখণ্ড সত্যরাজ্যে যেরূপ ন্যায় বিদ্যমান, তদ্রূপ ন্যায় রাজ্য আমাদিগকেও প্রদান করুন। আপনি আপনার কৃপাকটাক্ষপাতে শীঘ্রই আমাদিগকে আপনার রাজ্যের কিঙ্কর করুন। হে ন্যায় প্রিয়! আমাদের সকলকে যথাবৎ ন্যায়-প্রিয় করুন। হে ধর্মাধীশ! আমাদিগকে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। হে করুণাময় পিতঃ! মাতা পিতা যেরূপ আপন সন্তান প্রতিপালন করেন, আমাদিগকেও আপনি সেইরূপ প্রতিপালন করুন॥ ১॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—দীর্ঘতমা। দেবতা—আত্মা। ছন্দঃ—স্বরাড্‌জগতীছন্দঃ। স্বরঃ—নিষাদঃ।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো ঽর্থান্

ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ২ ॥

যজুর্বেদ অ০ ৪০।৮॥

ব্যাখ্যা—"স পর্যগাৎ" সেই পরমাত্মা আকাশবৎ সর্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে (ব্যাপক) বিদ্যমান। "শুক্রম্" তিনিই অখিল বিশ্বের রচয়িতা। "অকায়ম্" এবং তিনি কখনও শরীর (অবতার) ধারণ করেন না। কেননা তিনি অখণ্ড, অনন্ত ও নির্বিকার। এই কারণ তিনি শরীর ধারণ করেন না। তদপেক্ষা অধিক এই সংসারে আর কিছুই নাই। এই কারণে ঈশ্বরের শরীর ধারণ কখনও সম্ভব নহে। "অব্রণম্" তিনি এক অখণ্ড সত্তা, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিষ্কম্প ও অচল। এই জন্য তাহাতে অংশা অংশী ভাব নাই, কেননা তাহাতে কোনও প্রকার ছিদ্র থাকিতে পারে না। "অস্নাবিরম্" নাড়ী প্রভৃতির প্রতিবন্ধও (নিরোধ) তাহাতে থাকা সম্ভব নহে। অতিসূক্ষ্ম বলিয়া ঈশ্বরের কোনও আবরণ নাই। "শুদ্ধম্"

সেই পরমাত্মা সদাসর্বদা নির্মল অবিদ্যাদি জন্ম মরণ হর্ষ শোক ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দোষ অপরাধমুক্ত। শুদ্ধের উপাসক শুদ্ধই এবং মলিনের উপাসক মলিনই হইয়া থাকে। "অপাপ বিদ্ধম্" পরমাত্মা কখনও অন্যায় করেন না, কেননা তিনি সদৈব ন্যায়কারী। 'কবিঃ' ত্রৈকালজ্ঞ (সর্ববিৎ) মহাবিদ্বান্ যাহার বিদ্যার শেষ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। 'মনীষী' সমস্ত জীবের মন (বিজ্ঞান) অধিকৃত সাক্ষী! সকলের মন দমনকারী। "পরিভূঃ" সর্ব দিকে ও সর্ব স্থানে পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান, এবং সকলের উপর বিরাজমান। "স্বয়ংভূঃ" যাঁহার আদিকারণ মাতা-পিতা উৎপাদক কেহ নাই কিন্তু তিনি সকলের আদি কারণ। "যাথাতথ্যতোঽ র্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" সেই ঈশ্বর আপন প্রজাবর্গকে যথাবৎ সত্য বিদ্যা, যাহা চার বেদ সমগ্র মানব সমাজের জন্য পরম হিতার্থে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি আমাদের দয়াময় পিতা—পরমেশ্বর। তিনি অতিশয় করুণা করিয়া অবিদ্যান্ধকার নাশক বেদ বিদ্যারূপ সূর্য প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা সকলের আদি কারণ এইরূপ সকলের জ্ঞান থাকা উচিত। এইরূপ ঈশ্বর, যিনি বিদ্যাপুস্তকের আদি কারণ তাঁহাকেই মান্য করা উচিত।

ঈশ্বর করুণা করিয়া বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। কেননা তিনি আমাদের জন্য সমস্ত পদার্থই দিয়াছেন, বিদ্যাদানই বা দিবেন না কেন? সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, ও পদার্থ পরমেশ্বরই দান করিয়াছেন। এই সংসারে বেদ ব্যতীত অন্য কোনও

পুস্তক ঈশ্বরোক্ত নহে। ঈশ্বর যেরূপ ন্যায়কারী ও পূর্ণ বিদ্বান্ তদ্রূপ বেদ পুস্তক ও। বেদ তুল্য বা বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও পুস্তক নাই। (এ বিষয়ে অধিক আলোচনা 'সত্যার্থপ্রকাশ' ও "ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা" গ্রন্থে দেখুন।) ॥২॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙথর্বণঃ। দেবতাঃ—ঈশ্বরঃ। ছন্দঃ—দ্বিপাদ্ বিরাড্ গায়ত্রী। স্বরঃ—নিষাদঃ।

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি

সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি

সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ৩ ॥

যজুর্বেদ ৩৬।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে অনন্তবল মহাবীর ঈশ্বর! "দৃতে" হে দুষ্ট স্বভাবনাশক, বিদীর্ণ কর্ম অর্থাৎ আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানাদি শুভগুণ নাশক-প্রবৃত্তি যেন না থাকে। কিন্তু আপনার কৃপায় দুষ্ট স্বভাব নাশক প্রবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার আত্মা যেন বিদ্যা, সত্য-ধর্মাদি শুভ গুণে সদা স্থির থাকে। "দৃংহ মা" হে পরম ঐশ্বর্যবান্ ভগবন্। ধর্মার্থকাম মোক্ষাদি তথা বিজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া আমাকে নিরতিশয় উন্নত

করুন। "মিত্রস্য"....হে সর্বসুখদীশ্বর, সর্বান্তর্যামিন্! সমস্ত ভূত-প্রাণীমাত্র, আমকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। সকলে আমার মিত্র হোক্। আমার সহিত কেহ যেন কিঞ্চিৎ মাত্রও শত্রুতা না করে। "মিত্রস্যাহং..." হে পরমাত্মন্! আপনার কৃপায় আমিও বৈরহীন হইয়া সমস্ত চরচর জগৎকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি এবং প্রাণবৎ মনে করি। অর্থাৎ "মিত্রস্য চক্ষুষা ………" পক্ষপাতহীন বা পক্ষপাত শূন্য হইয়া সমস্ত জীব দেহধারী মাত্রই যেন পরস্পর অত্যন্ত প্রতি সহকারে থাকে। আমরা যেন অন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ না করি। পরমেশ্বর এইরূপ পরম ধর্মের উপদেশ সমস্ত মানব মাত্রকে দান করিয়াছেন। ইহা সকলের মান্যযোগ্য ।।৩।।

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম। দেবতাঃ—পরমাত্মা। ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব

শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ ৪ ॥

যজু০ ৩২।১।।

ব্যাখ্যা—যিনি সমস্ত জগতের কারণ এক পরমেশ্বর তাঁহারই নাম 'অগ্নি'। (ব্রহ্ম হি অগ্নিঃ শতপথে) সর্বোত্তম

জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞাতব্য ! প্রাপনীয় স্বরূপ এবং পূজ্যতম ইত্যাদি অর্থ অগ্নি শব্দ অর্থে প্রযুক্ত হয়। "আদিত্যো বৈ ব্রহ্ম, বায়ুর্বৈ ব্রহ্ম, চন্দ্রমা বৈ ব্রহ্ম, শুক্রং হি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বৈ বৃহৎ, আপো বৈ ব্রহ্মেত্যাদি" (শতপথ তথা ঐতরেয ব্রাহ্মণ) "তদাদিত্যঃ" যাহার কখনও বিনাশ হয় না। (স্বপ্রকাশ স্বরূপ) সেই পরমেশ্বর আদিত্য, 'তদ্বায়ুঃ'—সমস্ত জগতের ধারণ কর্তা অনন্ত বলবান, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তাই ঈশ্বরের নাম বায়ু। পূর্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা "তদু চন্দ্রমাঃ" আনন্দ স্বরূপ এবং স্ব সেবকদের আনন্দ দান করেন, ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে চন্দ্রমা অর্থাৎ পরমেশ্বর জানিবে। "তদেব শুক্রম্" সেই চেতন স্বরূপ ব্রহ্ম বিশ্বজগতের কর্তা। "তদ্‌ব্রহ্ম" তিনি অনন্ত চেতন, সর্বাপেক্ষা মহান্। তিনি ধর্মপ্রাণ স্বভক্তগণের অত্যন্ত সুখ ও বিদ্যাদি সদ্‌গুণ-বর্দ্ধক। 'তা আপঃ' তিনি সর্বজ্ঞ চেতন, সর্বত্র ব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে 'আপ' বলিয়া জানিবে। "স প্রজাপতিঃ" তিনিই সমস্ত জগতের পতি (স্বামী) এবং পালন কর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। তাঁহাকেই আমরা ইষ্টদেব বলিয়া জানিবে, অন্য কাহাকেও নহে ॥৪॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙাথর্বণঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—পঙ্ক্তিঃ। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

ঋচং বাচং প্র পদ্যে মনো যজুঃ প্র পদ্যে সাম

প্রাণং প্র পদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্র পদ্যে।

বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ॥ ৫॥

যজুঃ ৩৬।১॥

ব্যাখ্যা—হে করুণাকর পরমাত্মন্! আপনার কৃপায় আমি যেন ঋগ্বেদাদির জ্ঞান লাভ করিয়া উহার প্রবক্তা হই। যজুর্বেদ জ্ঞানের অভিপ্রায়ও যেন অর্থ সহিত সত্যার্থ মনন যুক্ত-মনকে লাভ করিতে পারি। এইরূপ সামবেদার্থ নিশ্চয় নিদিধ্যাসন সহিত প্রাণকে যেন সদৈব লাভ করি। "বাগোজঃ" বাক্-শক্তি, বক্তৃত্বশক্তি ও মনোবিজ্ঞান-বল আমাকে প্রদান করুন। আপনি অন্তর্যামী, আপনার কৃপায় আমি যেন এই সমস্ত যথাবৎ লাভ করিতে পারি। আপনার কৃপায় আমি যেন "সহৌজঃ" নৈরোগ্য, দৃঢ়তাদি গুণ সদা সর্বদা লাভ করিতে পারি। "ময়ি প্রাণাপানৌ' হে সর্বজন বল শরীর জীবনাধার! প্রাণ (যদ্দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন হয়) এবং অপান (যদ্দ্বারা অধো নিঃসরণ হয় এই দুইটি বায়ু

আমার শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্তধাতু শুদ্ধিকারী নৈরোগ্য, বল, পুষ্টও সরলগতি-কারী হইয়া মর্মস্থল সমূহ রক্ষা-করে। উহার অনুকূল প্রাণাদি লাভ করিয়া হে ঈশ্বর! আপনার কৃপায় আমি যেন সদা সুখদায়ক আপনার আজ্ঞা পালন এবং উপাসনায় তৎপর থাকি ॥৫॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম। দেবতা—পরমাত্মা। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ

ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানা

স্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৬ ॥

যজু০ ৩২।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—সেই পরমেশ্বর আমাদের "বন্ধুঃ দুঃখনাশক ও সহায়ক। "জনিতা" সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং আমাদের সকলের পালনকর্ত্তা পিতা, তিনিই আমাদের সকলের সকল কর্মের সিদ্ধি-দাতা বিধাতা; তিনি মনস্কামনা পূর্ণকারী। সেই এক পরমেশ্বরই জগতের বিধাতা রচয়িতা ও ধারণ কর্ত্তা, তিনি ভিন্ন অপর কেহ নহে। "ধামানি" বেদেত্যাদি' 'বিশ্বা'

সমস্ত ধাম অর্থাৎ বহুবিধ লোক লোকান্তর রচনা করিয়া তিনি তাঁহার অনন্ত সর্বজ্ঞতা বলে উহাদের যথার্থ জ্ঞাতা। কে সেই পরমেশ্বর, যাহাকে লাভ করিয়া 'দেব' অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ (বিদ্বাংসো হি দেবাঃ ; শতপথ ব্রা০) অমৃত, মরণাদি দুঃখরহিত মোক্ষপদকে অর্থাৎ সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সর্বব্যাপী পূর্ণানান্দ স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থান করেন ? *। তৃতীযেত্যাদি এক,-স্থূল ; (জগৎ, পৃথিবী প্রভৃতি) দুই,—সূক্ষ্ম (আদি কারণ) সর্বদোষ রহিত অনন্তানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম সেই ধামে "অধ্যেরযন্তা' ধর্মাত্মা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে (সেচ্ছায়) বিচরণ করেন। সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিজ্ঞানবান্ এবং শুদ্ধ হইয়া দেশ-কাল, বস্তু, পরিচ্ছেদ রহিত সর্বগত "ধামন" আধার স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থান করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা দুঃখ সাগরে নিপতিত হন না ॥৬॥

---

* মহাকল্প পর্যন্ত থাকেন।

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্‌ভার্থবণঃ। দেবতা—ঈশ্বরঃ। ছন্দঃ—ভুরিগুষ্ণিক্। স্বরঃ—ঋষভঃ।

যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।

শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ॥ ৭॥

যজু° ৩৬।২২॥

ব্যাখ্যা—হে মহেশ্বর, দয়ালো! যে সকল দেশ বা স্থানে আপনি 'সমীহসে' সম্যক ক্রিয়াশীল হইয়া থাকেন, সেই সকল দেশ, বা স্থানে আমাদের অভয় দান করুন। অর্থাৎ যেস্থানে আমরা ভয় পাই, সেই সকল স্থানে যেন আমরা অভয় লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যেন ভয় রহিত হইতে পারি। প্রজা আমাদের সুখী করুক। আমাদের প্রজা যেন চিরকাল সুখী হয়, কখন ও যেন ভয়ঙ্কর না হয়। পশুকুলের নিকট হইতে আমরা যেন অভয় পাই। আপনার কৃপায় আমরা যেন কখনও কাহারও নিকট হইতে ভয় না পাই। আমরা যেন নির্ভীক হইয়া সদাসর্বদা পরমানন্দ ভোগ করিতে পারি এবং আপনার রাজ্যে থাকিয়া আপনাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি॥৭॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—উত্তর নারায়ণঃ। দেবতা—আদিত্যঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ

পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ

পন্থা বিদ্যতেঽযনায ॥ ৮ ॥

যজু০ ৩১।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—সহস্রশীর্ষাদি বিশেষণোক্ত পুরুষ * সর্বত্র পরিপূর্ণ। (পূর্ণাত্বাৎপুরি শযনাদ্বা পুরুষ ইতি নিরুক্তোক্তেঃ) সেই পুরুষকে আমি জানি। অর্থাৎ সেই পুরুষকে সকলের অবশ্যই জানা উচিত। তাঁহাকে কখনও ভুলিবেন না। তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া জানিবেন না। তিনি কিরূপ? তিনি 'মহান্তম্' মহান্ অপেক্ষাও মহান্, তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অপেক্ষা মহান্ কেহ নাই। "আদিত্য বর্ণম্" আদিত্য প্রভৃতির রচয়িতা, তিনিই এক এবং প্রকাশক পরমেশ্বর; এবং তিনি সদা প্রকাশ স্বরূপ। 'তমসঃ পরস্তাৎ' অর্থাৎ 'তম' তাহা অন্ধকার—অবিদ্যা প্রভৃতি

---

* পুরুষঃ পুরিষদঃ পুরিশয়ঃ পূরযতের্বা। পূরযত্যন্তরিত্যন্তরপুরুষমভিপ্রেত্য। নিরুক্ত ২।১ ॥

দোষ, তিনি সেই সকলের পরপারে এবং আপন ভক্ত ধর্মাত্মা সত্যপ্রেমীজনেরও অবিদ্যাদি দোষ সমূহের সদ্য অপনোদনকারী মোচনকারী, তিনিই পরমেশ্বর। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে পরব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত, তাঁহার কৃপা ছাড়া কোনও জীব কদাপি সুখী হইতে পারেনা। "তমেব বিদিত্বে-ত্যাদি" সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সক্ষম, অন্যথা নহে। কেননা "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্নায" পরমেশ্বরের ভক্তি এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই। পরমাত্মার এইরূপ কঠোর আদেশ। সকল মানব যেন এইরূপ জানিয়া এবং সর্বপ্রকার গোঁড়ামী ও অবিদ্যার জঞ্জাল অবশ্য পরিত্যাগ করে ॥৮॥

প্ৰাৰ্থনা বিষয়

ঋষিঃ—আভূতিঃ। দেবতা—সোমঃ। ছন্দঃ—নিচৃচ্ছকরী। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি বীর্য্যমসি
বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহ্যো
জোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং
ময়ি ধেহি সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥ ৯॥

যজুঃ ১৯।৯॥

ব্যাখ্যা—হে স্বপ্রকাশ! অনন্ত তেজময়! আপনি অবিদ্যান্ধকার রহিত, এবং সত্যবিজ্ঞান ও তেজঃ স্বরূপ। কৃপা করিয়া আমাকে সেই তেজ ধারণ করান, যাহাতে আমার মধ্যে কখনও নিস্তেজভাব, দীনতা ও ভীরুতা প্রবেশ না করে। হে অনন্ত বীর্য পরমাত্মন্! আপনি বীর্যস্বরূপ আপনি আমার মধ্যেও সর্বোত্তম বল স্থির রাখুন। হে অনন্ত পরাক্রমশালী ভগবন্! আপনি "ওজঃ" (পরাক্রম স্বরূপ) আমার মধ্যেও সদৈব পরাক্রম ধারণ করান। "হে দুষ্টানামুপরি ক্রোধ কৃৎ"। আমার মধ্যেও দুষ্টজনের প্রতি

ক্রোধ ধারণ করান। হে অনন্ত সহনস্বরূপ! আপনি আমার মধ্যেও সহ—সহ্য করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় মন ও আত্মা হইতে তৈজসাদিগুণ যেন দূর না হয়। আমি যেন সদা স্থির থাকিয়া আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারি এবং আপনার অনুগ্রহে সংসারে সদা সুখে থাকিতে পারি ॥৯॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম। দেবতা—পরমাত্মা। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ॥

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্ম নাত্মানমভি সং বিবেশ ॥ ১০ ॥ যজু০ ৩২।১১ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বজীবে (অর্থাৎ আকাশ এবং প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত জগতে) সেই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান্। সমস্ত লোকলোকান্তর সমস্ত পূর্বাদি দিশা এবং ঐশান্যাদি উপদিশা, উপর ও নীচে অর্থাৎ তিনি ব্যতীত এক কণামাত্রও অনাচ্ছাদিত অপরিব্যাপ্ত নহে (রিক্ত নহে)। তিনি সর্বত্র ওতঃপ্রোতরূপে বিদ্যমান।

'প্রথমজাম্' মুখ্যপ্রাণী, স্বীয় আত্মায়; অত্যন্ত সত্যাচরণ বিদ্যা, শ্রদ্ধা, ভক্তি দ্বারা 'ঋতস্য' যথার্থ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে 'উপস্থায' যথাবৎ উপস্থিত জানিয়া (নিকট প্রাপ্ত) "অভিসংবিবেশ" অভিমুখ হইয়া, উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় প্রবেশ করিয়া জীব, সর্ববিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় এবং সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। † ॥ ১০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—বসিষ্ঠ। দেবতা—ভগবান্। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ। ভগ প্র নো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম ॥ ১১ ॥ যজু॰ ৩৪।৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্! পরমৈশ্বর্যবান্ ভগ-ঐশ্বর্যদাতা, সংসার বা পরমার্থে আপনি বিদ্যমান এবং "ভগ প্রণেতঃ" সমস্ত ঐশ্বর্য আপনার স্বীয় অধীনে রহিয়াছে, অপর কাহারও অধীনে নাই। আপনি যাহাকে পাত্র বিবেচনা

† মহাকল্প পর্যন্ত থাকে

করেন তাহাকেই ঐশ্চর্য দান করেন। আপনি আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলুন। কেননা আপনিই তো ঐশ্বর্যের প্রেরক। হে "সত্যরাধঃ" ভগবন্! আপনিই সত্যৈশ্বর্য সিদ্ধিদাতা। আপনি আমাদিগকে নিত্য ঐশ্বর্য প্রদান করুন। আপনি ব্যতীত সত্য ঐশ্বর্যদাতা আর কেহ নাই। হে সত্যভগ! আপনি আমাদের সকলকে পূর্ণ ঐশ্বর্য সর্বোত্তম বুদ্ধি দান করুন। আমরা যেন আপনার গুণ এবং আপনার আজ্ঞার অনুষ্ঠান এবং জ্ঞান যথাবৎ লাভ করিতে পারি। আমাদের সকলকে সত্যবুদ্ধি, সত্যকর্ম এবং সত্যগুণ "উদবঃ" (উদ্‌গময-প্রাপয) লাভ করান। আমরা যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদাথকে যথাথভাবে জানিতে পারি। "ভগ প্র নো জনয" হে সর্বৈশ্বর্য উৎপাদক! আমাদের জন্য সুচারুরূপে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করুন। আমাদের জন্য গাভী, অর্থ এবং মনুষ্য ও ইহাদের সহিত অতি উত্তম ঐশ্বর্য সদা সর্বদা প্রদান করুন। হে সর্বশক্তিমান্! আপনার কৃপায় অমরা যেন চিরকাল উত্তম পুরুষ-স্ত্রী এবং সন্তান ও ভৃত্য লাভ করিতে পারি।

আপনার নিকট আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, আমাদের মধ্যে কোনও মানুষ যেন দুষ্ট, মূর্খ না থাকে এবং না জন্মায়, সর্বত্র যেন আমাদের সৎকীর্তি প্রচারিত হয়, কখন ও যেন আমাদের নিন্দা না হয়।

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—দীর্ঘতমা। দেবতা—আত্মা। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ১২॥

যজুঃ ৪০।৫ ॥

ব্যাখ্যা—"তদ্ এজতি" সেই পরমাত্মা সমস্ত জগৎকে যথাযোগ্যভাবে আপন গতিতে চালাইতেছেন। অবিদ্বান্ ব্যক্তিরা মনে করে যে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। ইহা কি সম্ভব? তিনি যে সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, তিনি যে চলায়মান হন না। অতএব "তন্নৈজতি" (ইহাই প্রমাণ) তিনি কখনও চলেন না। পরমেশ্বর এক প্রকার নিশ্চল হইয়া পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মকে এইভাবে জানেন। "তদ্দূরে" অধর্মাত্মা, অবিদ্বান্, বিচার বিবেচনাহীন অজিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর ভক্তি রহিত ইত্যাদি দোষযুক্ত মনুষ্য হইতে সে ঈশ্বর বহু দূর। অর্থাৎ তাহারা যত সময় ঈশ্বরকে জানিতে না পারে তত সময় জন্মমরণাদি দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া যত্র-তত্র ভ্রমণ করে। তিনি "তদ্বন্তিকে" সত্যবাদী সত্য আচরণকারী, সত্যমানী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বজনোপ-কারক, বিদ্বান্, বিচারশীল পুরুষদের "অন্তিকে" অত্যন্ত নিকটে।

আবার তিনি সকলের আত্মায় অন্তর্যামীরূপে ব্যাপক থাকিয়া সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি আত্মার ও আত্মা। কেননা পরমেশ্বর সমস্ত জগতের ভিতরে বাহিরে তথা মধ্যে আছেন অর্থাৎ তিনি ব্যতীত তিলমাত্র স্থান ও রিক্ত নাই। তিনি অখণ্ডৈকরস, সর্বত্র ব্যাপকরূপে বিদ্যমান। তাঁহাকে জানিলেই সুখ এবং মুক্তি লাভ করা যায়, অন্যথা নহে ॥ ১২ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ–দেবাঃ। দেবতা—যজ্ঞানুষ্ঠাতাত্মা। ছন্দঃ—স্বরাড্ বিকৃতিঃ। স্বরঃ—ঋষভঃ।
স্বরাড্ বিকৃতিঃ স্তোমশ্চেত্যস্য ব্রাহ্মবৃহ্তিক্ ছন্দঃ।

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং
বাগ্ যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা
যজ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পতাং জ্যোতি
র্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন

কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্। স্তোমশ্চ

যজুশ্চ ঋক্ চ সাম চ বৃহচ্চ রথন্তরঞ্চ। স্বর্দেবা

অগন্মামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম

বেট্ স্বাহা॥ ১৩॥ যজুঃ ১৮।২৯॥

ব্যাখ্যা—(যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ, যজ্ঞো বৈ ব্রহ্মেত্যাদ্যৈতরেয় শতপথব্রাহ্মণ, শ্রুতে) যজ্ঞ যজনীয়, যিনি সর্বমানবের পূজনীয় ইষ্টদেব পরমেশ্বর, তাঁহার জন্য অতিশ্রদ্ধা সহকারে সকল মনুষ্য 'চ' যথাবৎ সর্বস্ব সমর্পণ করিবে।' এই মন্ত্রে ইহাই প্রার্থনা ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে সর্বস্বামিন্ ঈশ্বর! আপনি আদেশ দিয়াছেন যে, সকল মানবই সমস্ত পদার্থ আপনাকে সমর্পণ করুক। এই কারণ আমরা সকলে "আয়ুঃ" আয়ু, প্রাণ চক্ষু, কর্ণ, বাণী, মন আত্মা, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, বেদবিদ্যা এবং বিদ্বান্, জ্যোতিঃ (সূর্যাদি লোক, অগ্ন্যাদি পদার্থ) স্বর্গ (সুখসাধন) পৃষ্ঠ (পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক আধার) তথা পুরুষার্থ, যজ্ঞ (যে সমস্ত সৎকর্ম আমরা করিয়া থাকি), স্তোম, স্তুতি, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, বৃহদ্রথন্তর, মহারথন্তর, সাম ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আমরা যে কেবল আপনারই শরণাগত। আপনি যাহা

উত্তম বলিয়া জানেন তাহাই করুন। আমরা আপনার সন্তান, আপনার কৃপায় যেন 'স্বরগন্ম' উত্তম সুখ লাভ করিতে পারি। যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন যেন সদা চক্রবর্ত্তী রাজ্যাদি ভোগ করিয়া সুখে থাকি, মরণান্তেও যেন সুখী হই। হে মহাদেবামৃত! আমরা যেন দেব (পরম বিদ্বান্) হই। আপনাকে লাভ করা যে অমৃত ও মোক্ষলাভ, তাহাই যেন লাভ করিতে পারি। "বেট্ স্বাহা" আপনার আদেশ পালন ও আপনাকে লাভ করায় যেন উদ্যোগী হই। আপনি হৃদয়ে প্রেরণা দান করুন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে যে জ্ঞান আছে, সেইরূপ যেন ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি। ইহার বিপরীত আচরণ যেন না করি।

হে কৃপানিধে! আমাদের যোগ-ক্ষেমের (অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ-যোগ, এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ-ক্ষেম) ভার আপনিই বহন করুন। আপনার সহায়তায় আমাদের সর্ব বিজয় ও সুখ লাভ হোক্॥ ১৩॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বিবস্বান্। দেবতা—পরমেশ্বরঃ। ছন্দঃ—ভুরিগার্ষী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

যস্মান্ন জাতঃ পরো অন্যো অস্তি য আবিবেশ

ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণ-

স্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ১৪ ॥

যজুঃ ৮।৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—যাহা অপেক্ষা মহান্, তুল্য বা শ্রেষ্ঠ হয় নাই, কখনও হইবেও না, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। যিনি "বিশ্ব ভুবনানি" সমস্ত ভুবন (লোক) সমস্ত পদার্থের নিবাসস্থল অসংখ্য লোক লোকান্তরে 'আবিবেশ' (প্রবিষ্ট) হইয়া পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর, প্রজাগণের পতি (স্বামী)। সমস্ত প্রজায় পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রজাজনের ভিতরে বিদ্যমান। "ত্রীণীত্যাদি" তিন জ্যোতি-অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য এই সমস্তকে তিনি গড়িয়াছেন, এই তিনটিকেই মুখ্য সমস্ত জগৎ ব্যবহার এবং পদার্থবিদ্যার উদ্ভবের কারণ বলিয়া জানিবে। "স ষোডশী" তিনি ষোল কলা উৎপন্ন করিয়াছেন তাঁহাকে তাই ষোলকলাযুক্ত ঈশ্বর বলা হয়। এই সেই ষোল কলা—ঈক্ষণ (বিচার) ১,

প্রাণ ২, শ্রদ্ধা ৩, আকাশ ৪, বায়ু ৫, অগ্নি ৬, জল ৭, পৃথিবী ৮, ইন্দ্রিয় ৯, মন ১০, অন্ন ১১, বীর্য্য (পরাক্রম) ১২, তপ (ধর্মানুষ্ঠান) ১৩, মন্ত্র (বেদবিদ্যা) ১৪, (চেষ্টা) ১৫, এবং লোকসমূহের নাম ১৬, এই সমস্ত কলার মধ্যে সমস্ত জগৎ বিদ্যমান ; শুধু ইহাই নহে পরমেশ্বরে অনন্ত কলা বিদ্যমান। তাঁহার উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে ব্যাক্তি অন্যের উপাসনা করে সে কখনও সুখলাভ করে না, কিন্তু সদা দুঃখেই নিমজ্জিত থাকে।

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বৈশ্বামিত্রো মধুচ্ছন্দাঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—বিরাড্‌গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্‌জঃ।

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ১৫॥ যজু০ ৩।২৪॥

ব্যাখ্যা—(ব্রহ্মহ্যগ্নিঃ, ইত্যাদি শতপথাদিপ্রামাণ্যাদ্ ব্রহ্মএবঅত্রঅগ্নিঃ গ্রাহ্যঃ) হে বিজ্ঞানস্বরূপেশ্বরাগ্নে! আপনি আমাদের জন্য (সূপায়নঃ) সুখলভ্য শ্রেষ্ঠ উপায়ের প্রাপক, অত্যুত্তম স্থান দাতা, কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে সদা বিরাজমান থাকুন। আপনিই আমাদের রক্ষক। হে স্বাস্তদ

পরমাত্মন্! সর্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ করিয়া আমাদের জন্য সর্বদা সুখ বিধান করুন। 'স নঃ পিতেব সূনবে' করুণাময় পিতা যেরূপ স্বীয় পুত্রকে সুখী রাখেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের সুখে রাখুন। (কেননা, যদি আমরা কদাচারী হই উহা পিতার পক্ষে গৌরবজনক নহে, কিন্তু সন্তানের সংশোধনেই পিতার শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, অন্যথা নহে) ॥ ১৫ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দাঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—বিরাডার্য্যনুষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ॥

বিভুরসি প্রবাহণো। বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ।

শ্বাত্রোঽসি প্রচেতাস্তথোঽসি বিশ্ব

বেদাঃ ॥ ১৬ ॥ যজু০ ৫।৩১ ॥

ব্যাখ্যা—হে ব্যাপকেশ্বর! আপনি বিভূঃ। অর্থাৎ সর্বত্র প্রকাশিত, বৈভবশ্ব এবং উর্ধযুক্ত। কেননা, অপর কেহ আপনার তুল্য নহে। "বিভূ" আপনি সমস্ত জগতের প্রবাহণঃ (স্ব স্ব নিয়মে পরিচালনকারী) তথা আপনি নির্বাহকারকা হে স্বপ্রকাশক! সর্ব্বরসবাহকেশ্বর! আপনি বহ্নি অর্থাৎ সমস্ত হব্য, উৎকৃষ্ট রস ভেদক—আকর্ষক তথা যথাবৎ

স্থাপক। হে আত্মন্! আপনি শীঘ্র-ব্যাপনশীল প্রকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানদাতা। হে সর্ববিদ্! আপনি 'তুথ' এবং "বিশ্ব বেদাঃ"। তুথো বৈ ব্রহ্ম (ইহা শতপথশ্রুতি) আপনি সমস্ত জগতে বিদ্যমান থাকিয়া ও লাভ বিবিধপদার্থ করাইয়া থাকেন।

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দাঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—স্বরাড্ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

উশিগসি কবিরঙ্ঘারিরসি বম্ভারিঃ।
অবস্যুরসি দুবস্বান্শুন্ধ্যুরসি মার্জালীয়ঃ।
সম্রাডসি কৃশানুঃ। পরিষদ্যো ঽসি পবমনো
নভোঽসি প্রতক্বা মৃষ্টোঽসি হব্যসূদন।
ঋতধামাসি স্বর্জ্যোতিঃ ॥ ১৭ ॥ যজুঃ ৫।৩২ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বপ্রিয়! আপনি "উশিক্" কমনীয় স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বজগৎ আপনার কামনা করে। কেননা আপনি কবি, পূর্ণ বিদ্বান্ তথা আপনি 'অঙ্ঘারিঃ' অর্থাৎ আপন ভক্তজনের

যাহা অঘ (পাপ) তাহার অরি (শত্রু), উহাদের সকল পাপনাশকারী, "বন্তারিঃ" আপন ভক্ত ও সর্ব্বজগতের পালন ও ধারণ কর্ত্তা। অবস্যুরসি দুবস্বান্" আপনি সদা আপন ধর্ম্মাত্মা ভক্তজনে অন্নাদি পদার্থ প্রদানেচ্ছু, এবং বিদ্বজ্জন্-সেবনীয়তম। "শুন্ধ্যুরসি মার্জালীযঃ" শুদ্ধস্বরূপ এবং সমস্ত জগতের আপনিই শোধন কর্ত্তা, তথা আপনি পাপ মার্জনকারী ব্যতীত আর কেহ নহে। "সম্রাডসি কৃশানুঃ" মহারাজাধিরাজ তথা "কৃশ" দীনজনের আপনিই শান্তিদানকারী-শান্তিদাতা। "পরিষদ্যোসি পবমানঃ" হে ন্যায়কারিন্! পবিত্র সভা স্বরূপ, আপনিই সভার আজ্ঞাপক; জগৎসভার সভ্য, সভাপতি, সভাপ্রিয় ও সভারক্ষক। "নভঃঅসি" হে নির্বিকার! আপনি আকাশবৎ, ক্ষোভরহিত, অতিসূক্ষ্ম বলিয়া আপনার নাম 'নভ' এবং 'প্রতক্বা' অর্থাৎ সকলের জ্ঞাতা। সত্য ও অসত্য কর্ম্মের আচরণকারী জনের সাক্ষিবৎ ও রক্ষাকারী। যেব্যক্তি যেরূপ পাপ অথবা পুণ্য কর্ম করে সে তাহার কর্ম্মানুরূপ ফল উপভোগ করে, তাই অন্যের পুণ্য বা অন্যের পাপ অপর কেহ পাইতে পারেনা। আপনি "মৃষ্টোঽসি হব্যসূদনঃ" মিষ্ট, সুগন্ধ, রোগনাশক, পুষ্টিকারক দ্রব্য সমূহ দ্বারা বায়ুও বৃষ্টির শুদ্ধি সম্পাদন কর্ত্তা। অতএব আপনিই সমস্ত দ্রব্যের বিভাগ কর্ত্তা। সেইজন্য আপনার নাম "হব্যসূদন"। "ঋতধামাসি স্বর্জ্যোতিঃ" হে ভগবন্! আপনার ধাম স্থান সর্বগত সত্য এবং যথার্থ স্বরূপ। যথার্থ (সত্য)

ব্যবহারেই আপনি নিবাস করেন। 'স্বঃ' আপনি সুখ-স্বরূপ সুখকারক, "জ্যোতিঃ" স্বপ্রকাশ, তথা সুখের প্রকাশক ॥ ১৭ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মধুচ্ছন্দাঃ। দেবতা—অগ্নির্দেবতা। ছন্দঃ—ব্রাহ্মীপংক্তি। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

সমুদ্রোঽসি বিশ্বব্যচা অজোঽস্যেকপাদহিরসি
বুধ্ন্যো। বাগস্যৈন্দ্রমসি সদোঽস্যৃতস্য দ্বারৌ
মা মা সন্তাপ্তমধ্বনামধ্বপতে প্র মা তির
স্বস্তি মেঽস্মিন্ পথি দেবযানে ভূয়াৎ ॥ ১৮ ॥

যজু° ৫।৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—"সমুদ্রঃঅসি বিশ্বব্যচাঃ" হে দ্রবণীয়স্বরূপ! সমস্ত ভূতমাত্র আপনার মধ্যে ডুবিয়া আছে। কেননা কার্য্য কারণেই মিলিয়া থাকে, আপনি যে সকলের কারণ এবং আপনার দ্বারাই সমস্ত জগৎ সহজভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, তাই তো আপনি "বিশ্বব্যচাঃ"।

"অজঃএকপাৎ" আপনার কখনও জন্ম হয় না। আর এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আপনার কিঞ্চিন্মাত্র এক দেশে অবস্থিত। আপনি যে অনন্ত। "অহিরসি বুধ্ন্যঃ" কখনও আপনার অভাব হয়না। সমস্ত জগতের মূলকারণরূপে এবং অন্তরিক্ষে আপনিই সদা পূর্ণ হইয়া বিরাজমান। "বাগেস্যৈন্দ্রমসি সদঃঅসি" সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশক অনন্ত বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া আপনি বাক্। পরমৈশ্বর্যস্বরূপ, এবং সমগ্র বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মধ্যে অত্যন্ত শোভায়মান বলিয়া আপনি ইন্দ্র। বিশ্ব জগৎ আপনাতেই অবস্থিত, তাই আপনি সদ (সভাস্বরূপ)। "ঋতস্য দ্বারৌ মা মা সন্তাপ্তম্" সত্যবিদ্যা এবং ধর্ম এই উভয়ই যে মোক্ষস্বরূপ আপনি উহার প্রাপ্তির দ্বার। আমাদের হিতার্থে উহাকে কখনও সন্তপ্ত রাখিবেন না, সুখস্বরূপ করিয়া মুক্ত রাখিবেন ; যাহাতে আমরা আপনাকে সহজেই লাভ করিতে পারি। "অধ্বনা-মিত্যাদি" হে অধ্বপতে! পরমার্থ ও ব্যবহার পথে আমাকে কখনও ক্লেশ দিবেন না ; কিন্তু আপনার কৃপায় ঐ সমস্ত পথ যেন স্বস্তিকর-আনন্দদায়ক হয়। কোনও প্রকার দুঃখ যেন না থাকে ॥ ১৮ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—ভরদ্বাজঃ। দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ। ছন্দঃ—দেবকৃতস্য নিচৃৎসাম্ন্যুষ্ণিক। মনুষ্যকৃতস্য—সাম্ন্যুষ্ণিক্। আত্মকৃতস্য—নিচৃৎসাম্ন্যুষ্ণিক্। পিতৃকৃতস্য—নিচৃৎসাম্ন্যুষ্ণিক্। প্রাজাপত্যোষ্ণিক। স্বরঃ—ঋষভঃ।

দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি মনুষ্যকৃতস্যৈনসো

ঽবযজনমসি পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমস্যা

ত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমস্যেনসঽ এনসোঽবযজন

মসি। যচ্চাহমেনো বিদ্বাঁশ্চকার যচ্চাবিদ্বাঁস্তস্য

সর্বস্যৈনসোঽ বযজনমসি ॥ ১৯ ॥ যজুঃ ৮।১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বপাপ প্রণাশক! "দেবকৃত" আপনি ইন্দ্রিয়, বিদ্বান্ এবং দিব্যগুণযুক্তজনের দুঃখ নাশ করিতে সমর্থ, আপনি ব্যতীত অন্য কেহ সমর্থ নহে। মানব (মধ্যস্থ জন) পিতৃ (পরমবিদ্যাযুক্তজন) এবং "আত্মকৃত" জীব কুলের পাপ তথা 'এনস' পাপ অপেক্ষাও মহান্ পাপ হইতে আপনি অবজ্ঞ অর্থাৎ সর্ববিধ, পাপ হইতে পৃথক্, সেকারণ আমাদের সকলের পাপ দূরকারী, আপনিই আমাদের দয়াময় পিতা। হে মহানন্ত বিভু! আমি জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে সব পাপ করিয়াছি সেই সমস্ত পাপের হাত হইতে

আপনিই নিষ্কৃতি দানে সক্ষম। এই সংসারে আপনিই আমাদের একমাত্র শরণ স্থল, তাই প্রার্থনা, আমাদের সর্বপ্রকার অবিদ্যাদি পাপ মোচন করিয়া অবিলম্বে আমাদের শুদ্ধ করুন ॥ ১৯ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—হিরণ্যগর্ভঃ। দেবতা—প্রজাপতিঃ। ছন্দঃ—আর্ষী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামু তেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২০ ॥

যজু০ ১৩।৪ ॥

ব্যাখ্যা—যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন এক অদ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ (যাহা সূর্য্যাদি তেজস্বী পদার্থ সমূহের গর্ভ, (গর্ভনাম উৎপত্তিস্থান, উৎপাদক) তিনিই প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই সমস্ত জগতের সনাতন প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ স্বামী। সেই পরমাত্মা পৃথিবী হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত জগৎকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়াছেন। "কস্মৈ" (কঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্বৈ কস্তস্মৈ দেবায়, শতপথে) প্রজাপতি যিনি

পরমাত্মা, আত্মাদি পদার্থ দ্বারা তাঁহার যথাবৎ পূজা করি। তিনি ব্যতীত আমরা যেন অপর কাহারও লেশ উপাসনা মাত্র না করি। যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে ছাড়িয়া বা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহারও পূজা করে, তাহার এবং তাহার দেশের চরম দুর্দশা হয়। ইহা সর্বজন বিদিত। তাই মানুষ সাবধান হও। যদি তুমি সুখের কামনা কর তাহা হইলে এক নিরাকার পরমাত্মার যথার্থ ভক্তি কর, নহিলে তুমি কখনও সুখী হইবে না ॥ ২০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙাথর্বণঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—দ্বিপাদ্বিরাড্ গায়ত্রী। স্বরঃ—ষড্জঃ।

ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি শংনো অস্তু দ্বিপদে

শং চতুষ্পদে ॥ ২১ ॥ যজুঃ ৩৬।৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র! আপনি পরমৈশ্বর্যযুক্ত সমস্ত রাজার রাজা, সর্বপ্রকাশক। হে রক্ষক! আপনি কৃপা করিয়া আমাদের "দ্বিপদে" পুত্রাদির পক্ষে এবং "চতুষ্পদে" হস্তি, অশ্ব, এবং গবাদি পশুর পক্ষে পরম সুখদায়ক হোন্। আমরা যেন সদা আনন্দেই থাকি ॥ ২১ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙাথর্বণ। দেবতা—বাতাদয়োঃ। ছন্দঃ—বিরাডনুষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ।

শং নো বাতঃ পবতাং শংনস্তপতু সূর্যঃ। শং

নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যোঽ অভিবর্ষতু ॥ ২২ ॥

যজু০ ৩৬।১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বনিয়ন্তঃ। আমাদের জন্য সুখকারক শীতল ও মন্দমধুর সুগন্ধ বায়ু সদা সর্বদা প্রবাহিত হোক্। সূর্য ও তদ্রূপ সুখকারী হইয়া তাপ দান করুক। মেঘ যেন সুখদ শব্দার্থ অর্থাৎ গর্জন করিয়া সদা এবং যথা সময় সুখকর বারি ধারা বর্ষণ করে। আপনার কৃপামাত্র আমরা যেন সদা সুখে ও আনন্দে থাকি ॥ ২২ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙাথর্বণ। দেবতা—লিঙ্গোক্তাঃ। ছন্দঃ—অতিশক্করী। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতি ধীয়তাম্।
শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা
রাতহব্যা। শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রা
সোমা সুবিতায় শংযোঃ ॥ ২৩ ॥ যজু৹ ৩৬।১১ ॥

ব্যাখ্যা—হে ক্ষণাদিকালপতে! আমরা যেন চিরদিন আপনার নিয়ম অনুসারে সুখলাভ করিতে পারি। আমাদের সর্বরাত্রি যেন আনন্দেই অতিবাহিত হয়। হে ভগবন্! আপনি দিন ও রাত্রিকে সুখকারক করিয়া প্রতিষ্ঠিত করুন, যাহাতে আমরা সদা সুখী হইতে পারি।

হে সর্বস্বামিন্! "ইন্দ্রাগ্নী" আপনার অনুগ্রহে সূর্য ও অগ্নি উভয়ই যেন নানাবিধ রক্ষার সহিত সুখকারক হয়। "ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা" হে প্রাণাধার! আপনার প্রেরণায় হোম দ্বারা শুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রমা গুণকারী হইয়া আমাদের সুখের জন্য সদা বিদ্যমান থাকুক। "ইন্দ্রাপূষণা, বাজসাতৌ"

হে প্রাণপতে! আপনার সংরক্ষণ-পুষ্ট পূর্ণ আয়ু ও বলবান প্রাণলাভ করিয়া আমরা যেন অত্যন্ত পুরুষার্থময় সংগ্রামে সুস্থির থাকি, আমরা যেন শত্রুর মুখোমুখি হইয়া কখনও দুর্বল না হই। "ইন্দ্রা সোমা সুবিতায শংযোঃ" (প্রাণাপানৌ বা ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি, শতপথে) হে মহারাজ! আপনার ব্যবস্থায় রাজা ও প্রজা পরস্পর বিদ্যাদি সত্যগুণযুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য উৎপাদন করুক, তথা আপনার কৃপায় প্রীতিযুক্ত হোক্। তাঁহারা অত্যন্ত সুখলাভ করুক। আপনি আমাদের ন্যায় সন্তানদের সুখী দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইবেন, এবং আমরাও প্রসন্নতা সহকারে আপনাতে এবং আপনার সত্য আজ্ঞায় নিরত থাকিব ॥ ২৩ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম। দেবতা—বিদ্বান্। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

প্র তদ্বোচেদমৃতং নু বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধাম বিভৃতং

গুহা সৎ। ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি

বেদ স পিতুঃ পিতাসৎ ॥ ২৪ ॥ যজুঃ ৩২।৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে বেদাদি শাস্ত্র ও বিদ্বজ্জন্ প্রতিপাদন যোগ্য! যাহা অমৃত (মরণাদি দোষ রহিত) মুক্তভাজন ধাম (নিবাস স্থান) সর্ব্বগত সকলের ধারণ ও পোষণ কর্তা, সকলের বুদ্ধির সাক্ষী ব্রহ্ম, আপনার সেই উপদেশ যাহা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জানেন, তথা ধারণ করেন তাহারাই গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। (গচ্ছতীতি গং—ব্রহ্ম, তদ্ধরতীতি স গন্ধর্ব্বঃ) সর্ব্বগত ব্রহ্মাকে যে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাকে গন্ধর্ব্ব বলা হয়। পরমাত্মার তিনটি পদ—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিবার সামর্থ। যে ঈশ্বরকে আপন হৃদয়ে জানে সে পিতারও পিতা অর্থাৎ মহা বিদ্বান্ ॥ ২৪ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙাথর্বণ। দেবতা—ঈশ্বরঃ। ছন্দঃ—ভুরিক্ছক্করী। স্বরঃ—ধৈবতঃ॥

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে
দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব
শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥ ২৫॥ যজু০ ৩৬।১৭॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বদুঃখ উপশমকারী! সর্বলোকোপরি যে আকাশ উহা যেন আমাদের জন্য শান্ত (নিরুপদ্রব) সুখকারী হয়। হে সর্বশক্তিমান পরমাত্মন্! আপনার কৃপায় আন্তরিক্ষ মধ্যস্থলোক এবং উহাতে স্থিত বায়ু প্রভৃতি পদার্থ, পৃথিবী, পৃথিবীস্থপদার্থ, জল, জলস্থ-পদার্থ, ঔষধি, তত্রস্থগুণ, বনস্পতি, তত্রস্থ পদার্থ, বিশ্বদেব (জগতের সমূহ বিদ্বজ্জন্) তথা বিশ্বদ্যোতক বেদমন্ত্র, ইন্দ্রিয় সূর্যাদি, উহার কিরণ, তত্রস্থগুণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তথা বেদশাস্ত্র, স্থূল ও সূক্ষ্ম, চরাচর জগৎ, এই সমস্ত পদার্থ আমাদের জন্য শান্ত (নিরুপদ্রব) সদা অনুকূল ও সুখদায়ক হোক্, আমরাও যেন শান্তি লাভ করি। আপনার কৃপায় আমিও যেন শান্ত হই,

দুষ্ট ক্রোধাদি উপদ্রব রহিত হই। সমস্ত সংসারের জীব ও যেন দুষ্ট ক্রোধাদি উপদ্রব রহিত হয়॥ ২৫॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্বা দেবাঃ। দেবতা—রুদ্রাঃ। ছন্দঃ—স্বরাড়র্ষী বৃহতী। স্বরঃ—মধ্যমঃ

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ ২৬॥

যজু০ ১৬।৪১॥

ব্যাখ্যা—হে কল্যাণ স্বরূপ, কল্যাণকর! আপনি "শম্ভব" (মোক্ষ সুখতুল্য এবং মোক্ষ সুখকারী,) আপনাকে নমস্কার। আপনি "ময়োভব" সাংসারিক সুখকরী, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি "শঙ্কর"। আপনার দ্বারাই জীবের কল্যাণ হয়, অন্য কাহারও দ্বারা হয় না। আপনি "ময়স্কর," অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় প্রাণ, ও আত্মায় আপনিই সুখ দান করেন। আপনি শিব। (মঙ্গলময়) তথা আপনি শিবতর) (অত্যন্ত কল্যাণস্বরূপ এবং কল্যাণকারক) সেইজন্য আমরা আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। (নমো নমঃ ইতি যজ্ঞঃ —শতপথে) শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যে জন ঈশ্বরকে নস্কারাদি করে সে মঙ্গলময় হয়॥ ২৬॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমঃ। দেবতা—বিদ্বাংস। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ২৭ ॥ যজু০ ২৫।২১ ॥

ব্যাখ্যা—হে দেবেশ্বর! দেব,-বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ! আমরা যেন কর্ণ দ্বারা সদা সর্বদা ভদ্র—কল্যাণই শ্রবণ করি, অকল্যাণ শব্দ যেন আমরা শ্রবণ না করি। হে যজনীয়েশ্বর! হে যজ্ঞকর্ত্তাগণ! আমরা যেন চক্ষু দ্বারা সদা কল্যাণ (মঙ্গল-সুখ) দর্শন করি। হে জনগণ! হে জগদীশ্বর! আমাদের সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ (শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তথা সেনা আদি উপাঙ্গ) যেন সদা স্থির (দৃঢ়) থাকে। আমরা যেন স্থিরতা সহকারে সদা সর্বদা আপনার স্তুতি ও আপনার আদেশ পালন করিতে পারি। আমরা যেন আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের যাহা হিতকারী আয়ু উহাকে বিবিধপ্রকারে ও অনায়াসে-সুখে লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যেন সদা সুখে থাকি ॥ ২৭ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বৎসার। দেবতা—আদিত্যো। ছন্দঃ—আর্ষী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

ব্রহ্ম যজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচো
বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ
সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ॥ ২৮॥ যজুঃ ১৩।৩॥

ব্যাখ্যা—হে মহীয় পরমেশ্বর! আপনি মহান্ অপেক্ষাও মহান্। আপনা অপেক্ষা মহান্ বা আপনার তুল্য কেহ নাই। 'যজ্ঞানাম্' আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপক (প্রাদুর্ভূত) এবং সমস্ত জগতের প্রথম (আদি কারণ)। সূর্যাদি (সীমতঃ) সীমাযুক্ত লোক লোকান্তর (মর্যাদা সহিত) "সুরুচঃ" আপনার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে এবং "পুরস্তাৎ" এই সমস্ত পূর্ব্বেই রচনা করিয়া ধারণ করিয়া আছেন। "ব্যাবঃ" এই সমস্ত লোক লোকান্তরকে বিবিধ নিয়মে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যথাযোগ্যভাবে পরিচালনা করিতেছেন। "বেনঃ" আপনি আনন্দস্বরূপ বলিয়া সংসারে এমন এক জনও নাই যে আপনার কামনা না করে। কিন্তু সকলেই আপনার মিলন কামনা করে। আপনি অনন্তবিদ্যাযুক্ত, আপনিই সর্বতোভাবে রক্ষক। সেই আপনিই "বুধ্ন্যাঃ" অন্তরিক্ষান্তর্গত দিশাসমূহের পদার্থকে

"বিবঃ" বিবৃত (বিভক্ত) করিয়া থাকেন। সেই অন্তরিক্ষাদি উপমা সমস্ত ব্যবহারে উপযুক্ত উহারা এই সমস্ত বিবিধ জগতের নিবাস স্থান। 'সৎ' বিদ্যমান স্থূল জগৎ, "অসৎ" অবিদ্যা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অগোচর, এই সমস্ত বিবিধ জগতের যোনি—আদি কারণ আপনিই, একথা বেদ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। সেই জন্য আপনিই জগতের পিতামাতা, আমাদের ভজনীয় উপাস্য দেব ॥ ২৮ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙাথর্বণঃ। দেবতা—সোমঃ। ছন্দঃ—নিচৃদনুষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ।

সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রি যাস্তস্মৈ

সন্তু যো ঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২৯ ॥

যজু০ ৩৬।২৩ ॥

ব্যাখ্যা—যে সর্বমিত্র সম্পাদক! আপনার কৃপায় প্রাণ ও জল তথা বিদ্যা ও ওষধি "সুমিত্রিযাঃ" আমাদের জন্য সদা সুখদায়ক হোক্। উহারা যেন কখনও আমাদের প্রতিকূল না হয়। যে আমাদের সহিত দ্বেষ অপ্রীতিভাব পোষণ করে, তথা যে দুষ্ট ব্যক্তি আমাদের প্রতি দ্বেষভাব

পোষণ করে, হে ন্যায়কারিন্। তাহাদের জন্য "দুর্মিত্রিয়াঃ" পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি প্রতিকূল ও দুঃখ দায়ক হোক্। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অধর্মাচরণ করে তাহার পক্ষে আপনার সৃষ্ট জগতের পদার্থ সমূহ দুঃখদায়ক হোক্, তাহার অন্তরে যেন কখনও অধর্মাচরণ করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত না হয় এবং আমাদের দুঃখ দিতে না পারে, আমরা যেন সদাই সুখে থাকি ॥ ২৯ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবন পুত্রো বিশ্বকর্ম্মা। দেবতা—বিশ্বকর্ম্মা। ছন্দঃ—নিচৃদার্ষী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ। স আশিষা দ্রাবণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ২ আবিবেশ ॥ ৩০ ॥ যজু° ১৭।১৭ ॥

ব্যাখ্যা—"হোতা" উৎপত্তি সময়ে দাতা এবং প্রলয়কালে সকলকে যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর। "ঋষিঃ" সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই সমস্ত লোক লোকান্তর ভুবনকে আপন সামর্থ্য বলে কারণে হোম করিয়া (প্রলয় করিয়া) "ন্যসীদৎ" নিত্য বিরাজমান আছেন। তিনিই আমাদের পিতা। কেবল

তাহাই নহে। তিনি যখন 'দ্রবিণ' দ্রব্যময় জগৎকে স্বেচ্ছায় উৎপন্ন করিতে চান, তখন তিনি তাঁহার 'আশিষা' সামর্থ্য দ্বারা যথাযোগ্য বিবিধ জগৎকে সহজ স্বভাব বলে রচনা করেন। তিনি এই চরাচর "প্রথমচ্ছৎ" বিস্তীর্ণ জগৎ রচনা করিয়া অনন্তরূপে আহ্লাদিত করিতেছেন এবং অন্তর্যামী সাক্ষীরূপে উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিশ্চিত পিতা। তাঁহাকে ছাড়িয়া যে জন অপর মূর্ত্তি আদির সেবা করে সে কৃতঘ্ন মহা-অপরাধী হইয়া সদৈব দুঃখভাগী হয়। যে জন পরম দয়াময় পিতার আজ্ঞাধীনে থাকে, সে সদৈব সর্বানন্দ ভোগ করে ॥ ৩০ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—দীর্ঘতমাঃ। দেবতা—দ্যাবাপৃথিবী। ছন্দঃ—অতিশক্করী। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

ইষে পিন্বস্বোর্জে পিন্বস্ব ব্রহ্মণে পিন্বস্ব ক্ষত্রায়

পিন্বস্ব দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং পিন্বস্ব। ধর্মাসি

সুধর্মামেন্যস্মে নৃম্ণানি ধারয় ব্রহ্মধারয় ক্ষত্রং

ধারয় বিশং ধরায় ॥৩১॥ যজুঃ ৩৮।১৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বসৌখ্যপ্রদেশ্বর! আমাদের সকলকে 'ইষে' উত্তম অন্নের দ্বারা পুষ্ট করুন। অন্ন অপরিপাক বা অজীর্ণ রোগ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা যেন কখনও অন্নহীন হইয়া দুঃখ ভোগ না করি। হে মহাবল! 'উর্জে' অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইবার জন্য আমাদের সকলকে পুষ্ট করুন। হে বেদোৎপাদক! "ব্রহ্মণে" সত্য বেদবিদ্যার জন্য বুদ্ধি আদি বল দ্বারা আমাদিগকে সদৈব পুষ্ট ও বলবান্ করুন। হে মহারাজাধিরাজ পরব্রহ্মন্! কৃপা করিয়া, "ক্ষত্রায়" অখণ্ড চক্রবর্তী রাজ্যের জন্য শৌর্য, নীতি, বিনয় পরাক্রম ও বল প্রভৃতি উত্তম গুণ দ্বারা আমাদিগকে যথাযথরূপে পুষ্ট করুন। অমাদের দেশে অন্য দেশবাসী যেন

রাজা কখনও না হয়। হে স্বর্গপৃথিবীশ! "দ্যাবা পৃথিবীভ্যাম্" স্বর্গ (পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষসুখ) পৃথিবী (সংসার সুখ, বা জাগতিক সুখ) এই উভয়বিধ পদার্থ লাভের জন্য আমাদের সকলকে সক্ষম করুন। হে সুষ্ঠু ধর্মশীল! আপনি ধর্মকারী তথা ধৈর্য্যস্বরূপ, কৃপা করিয়া আমাদের সকলকে ধর্মাত্মা করুন। "অমেনি" আপনি আমাদের নির্বৈর করুন। কৃপা করিয়া 'অস্মে' (অস্মভ্যম্) আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য "নৃম্ণানি" বিদ্যা, পুরুষার্থ, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, হীরক আদিরত্ন, উৎকৃষ্ট রাজ্য, উত্তম পুরুষ ও প্রীতি প্রভৃতি পদার্থ ধারণ করান। আমরা যেন কোনও পদার্থের অভাব বোধ করিয়া দুঃখীত না হই। হে সর্বাধিপতে! ব্রাহ্মণ! (পূর্ণ বিদ্যাদি সদ্‌গুণযুক্ত) 'ক্ষত্র' (বুদ্ধি, বিদ্যা তথা শৌর্য্যাদি গুণযুক্ত) বিদ্যা, বহুবিধ বিদ্যালাভার্থ উদ্যম, বুদ্ধি, ধন, প্রভৃতি বলযুক্ত বৈশ্য, তথা শূদ্রাদি ও সেবা প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্যক্তি, "বিশ" আমাদের রাজ্যে বর্তমান থাকুক। ইঁহাদের আপনিই ধারণ করুন, যাহাতে আমাদের অখণ্ড ঐশ্বর্য্য সদা স্থির থাকে ॥ ৩১ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্মা। দেবতা—বিশ্বকর্মা। ছন্দঃ—ভুরিগার্ষী পংক্তিঃ।
স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ
কথাসীৎ। যতো ভুমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা
বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ৩২ ॥

যজু০। ১৭।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—(প্রশ্নোত্তর বিদ্যা হইতে) এই জগতের অধিষ্ঠান কি? ইহার কারণ ও উৎপাদকই বা কে? ইহা কিভাবে স্থিত? জগৎ অথবা ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণ ও সাধনই বা কি?

(উত্তর) "যতঃ" যাহার দ্বারা এই বিশ্ব (জগৎ কর্ম) রচিত সেই বিশ্বকর্মা পরমেশ্বর আপন অনন্ত সামর্থ্য বলে এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনিই চরাচর জগতের অধিষ্ঠান কর্তা, নিমিত্ত এবং সাধন ইত্যাদি। তিনি স্বীয় অনন্ত সামর্থ্য বলে এইসব চরাচর জগৎকে যথাযথভাবে গড়িয়াছেন এবং ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত রচনা করিয়া আপন মহিমায় "ঔর্ণোৎ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

পরমেশ্বরই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান অপর কেহ নহে।

সকলের উৎপাদন, রক্ষণ, ধারণ আদি তিনিই করিয়া থাকেন এবং তিনি আনন্দময়। সেই ভগবান, সর্বশক্তিমান্, ঈশ্বরই "বিশ্বচক্ষাঃ" বিশ্ব-সংসারের দ্রষ্টা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সে কেন দুঃখ সাগরে ডুবিবে না ? ॥ ৩২ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—অবৎসারঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

তনূপা অগ্নেসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দা অগ্নে স্যায়ুর্মে দেহি বর্চ্চোদা অগ্নেসি বর্চ্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ ॥ ৩৩ ॥ যজুঃ ৩।১৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বরক্ষকেশ্বরাগ্নে! আপনি আমার দেহের রক্ষক। অতএব আপনি আমার শরীরকে পালন করুন। হে মহাবৈদ্য! আপনি আয়ুবর্দ্ধক, আমাকে সুখরূপ উত্তম আয়ু প্রদান করুন। হে অনন্তবিদ্যাতেজবান্! আপনি "বর্চঃ" বিদ্যাদি তেজ অর্থাৎ যথার্থ বিজ্ঞান প্রদাতা

আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যাদি তেজ প্রদান করুন। পূর্বোক্ত দেহাদি রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগকে সদা আনন্দে রাখুন এবং যদি কিছু দেহাদিতে "উনম্" ন্যূনতা থাকে, সেইসব ন্যূনতাকে আপনার কৃপাদৃষ্টি বলে সুখ ও ঐশ্বর্য্য সহিত সর্বপ্রকারে পূর্ণ করুন। কোনো প্রকার আনন্দ বা শ্রেষ্ঠ পদার্থের ন্যূনতা যেন আমাদের জীবনে না থাকে। আমরা আপনার সন্তান, আমরা পূর্ণানন্দে থাকিলেই তো পিতার শোভা। সন্তানেরা ক্ষুদ্র বা মহান্ বস্তু অথবা সুখ, পিতা-মাতা ব্যতীত কাহার কাছে যাচ্ঞা করিবে? আপনি আমাদের সর্বশক্তিমান পিতা, আপনি সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য তথা সুখ লাভকারীদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্ম্মা। দেবতা—বিশ্বকর্ম্মা। ছন্দঃ—ভুরিগার্ষী ত্রিষ্টুপ্.
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত
বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥ ৩৪॥

যজু০ ১৭।১৯॥

ব্যাখ্যা—"বিশ্ব" সমস্ত জগতে যাঁহার চক্ষু (দৃষ্টি), যাঁহার পক্ষে কোনও বস্তু অদৃষ্ট নহে, তথা যাঁহার সর্বত্র মুখ, বাহু, পাদ, শ্রোত্রাদিও বিদ্যমান। যাহার দৃষ্টিতে অর্থাৎ সর্বদৃক্, সর্ববক্তা, সর্বধারক এবং সর্বগত ঈশ্বর ব্যাপকরূপে বিদ্যমান এই জ্ঞান থাকিলেই তাঁহাকে সকলে ভয় করিবে, তবেই তো সকলে ধর্মাত্মা হইবে অন্যথা কখনও হইবে না। সেই বিশ্বকর্ম্মা পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত তিনিই জগতের কর্তা। যাহারা যেরূপ পাপ ও পুণ্য করিয়াছে তাহাদের ন্যায়কারী দয়ালু জগৎ পিতা, পক্ষপাত-শূন্য অনন্ত বল ও পরাক্রম যুক্ত দুই বাহু দ্বারা জীবকে সম্যক্ "পতত্রৈঃ" প্রাপ্তব্য সুখ দুঃখের ফল, "ধমতি" (ধমন=কম্পন) যথাযোগ্য জন্ম মরণাদি দিতেছেন। সেই নিরাকার "অজ"

অনন্ত সবশক্তিমান ন্যায়কারী দয়াময় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্বীকার করা উচিত নহে। সেই যাচনীয় পূজনীয় প্রভুই আমাদের ইষ্টদেব স্বামী। তাঁহার দ্বারাই আমাদের সুখ লাভ হইবে, অন্যের দ্বারা নহে ॥ ৩৪ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বামদেবঃ। দেবতা—প্রজাপতিঃ। ছন্দঃ—ব্রাহ্ম্যুষ্ণিক্। স্বরঃ—ঋষভঃ।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাংসুবীরো

বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ। নর্য প্রজাং মে

পাহি শংস্য পশূন্ মে পাহ্যথর্য পিতুং মে

পাহি ॥ ৩৫ ॥ যজুঃ ৩।৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বমঙ্গলকারকেশ্বর! আপনি "ভূঃ" সদা বর্ত্তমান, "ভুবঃ" বায়ু প্রভৃতি পদার্থের রচয়িতা, "স্বঃ" সুখ স্বরূপ, আপনি আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। হে সর্ব্বাধ্যক্ষ! আপনি কৃপা করুন, আমি যেন পুত্র পৌত্রাদি এবং উত্তম গুণবান প্রজা লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রজাবান হই। সর্বোৎকৃষ্ট বীর যোদ্ধা দ্বারা "সুবীরঃ" যুদ্ধে সদা বিজয়ী হই। হে মহাপুষ্টিপ্রদ! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন উৎকৃষ্ট

বিদ্যাদি তথা সোমলতা প্রভৃতি ওষধি সুবর্ণাদি এবং নৈরোগ্য প্রভৃতি সর্বপুষ্টিযুক্ত হই। হে 'নর্য' নর-হিতকারক! আপমি আমার প্রজাবর্গের রক্ষা করুন। হে "শংস্য" স্তুতি যোগ্য ঈশ্বর! হস্তি অশ্ব প্রভৃতি পশু সমূহকে আপনি পালন করুন। হে "অথর্য", ব্যাপক ঈশ্বর! "পিতুম্" সঞ্চিত অন্নের রক্ষা করুন। হে দয়ানিধে! আপনি আমাদিগকে সর্বপ্রকার পদার্থ সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সদাসর্বদা আনন্দে রাখুন ॥ ৩৫ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্মা। দেবতা—বিশ্বকর্মা। ছন্দঃ—স্বভার্যী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা
পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু
তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

যজু০ ১৭।২০ ॥

ব্যাখ্যা—(প্রশ্ন) বিদ্যা কি? বন ও বৃক্ষ কাহাকে বলে? (উত্তর) যেরূপ তক্ষ (ছুতার) নানা প্রকার রচনা দ্বারা বহুবিধ পদার্থ রচনা করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বকর্ম ঈশ্বরই স্বর্গ (সুখ বিশেষ) এবং ভূমিমধ্য (সুখলোক)

তথা নরক (দুঃখ বিশেষ) ও সমস্ত লোক লোকান্তর রচনা করিয়া থাকেন, উহাকেই বন ও বৃক্ষাদি বলা হয়। হে "মনীষিণঃ" বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ! যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া সমস্ত জগতে এবং সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন, তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন তথা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা কর। "মনসা" তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিলেই জীবের কল্যাণ সাধন হইবে, অন্যথা নহে ॥ ৩৬ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙ্ঙাথর্বণঃ। দেবতা—সূর্যঃ। ছন্দ—ভুরিগ্ ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম
শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুযাম শরদঃ
শতং প্র ব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ
শতং ভূযশ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ৩৭ ॥ যজু০ ৩৬।২৪ ॥

ব্যাখ্যা—সেই ব্রহ্ম "চক্ষুঃ" সর্বদৃক্ চেতন স্বরূপ। "দেব" অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের হিতকারক ও মোক্ষাদি সুখদাতা। "পুরস্তাৎ"

তিনিই সকলের আদি ও প্রথম কারণ। "শুক্রম্" সর্ব্বকর্ম-কর্ত্তা অথবা শুদ্ধস্বরূপ। "উচ্চরৎ" তিনিই প্রলয়ের উর্দ্ধে থাকেন। আমরা যেন তাঁহারই কৃপায় শত (১০০) বৎসর পর্য্যন্ত দেখি, জীবিত থাকি, শ্রবণ করি, কথা বলি এবং কখনও যেন পরাধীন হইয়া না থাকি। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-বুদ্ধি ও পরাক্রম সহিত ইন্দ্রিয় তথা শরীর যেন সুস্থ থাকে। আপনি এরূপ কৃপা করুন আমার যেন কোনও অঙ্গ বলহীন (ক্ষীণ) ও রোগগ্রস্ত না হয়। শুধু ইহাই নহে শত (১০০) বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল আপনি কৃপা করুন আমরা যেন শত (১০০) বৎসরেরও অধিক সময় দেখি, জীবিত থাকি, শ্রবণ করি ও স্বাধীন থাকি।। ৩৭।।

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্মা। দেবতা—বিশ্বকর্মা। ছন্দঃ—আর্যীত্রিষ্টুপ।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা
বিশ্বকর্মন্নুতেমা। শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি
স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥ ৩৮ ॥

যজু০ ১৭।২১ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্ববিধায়ক বিশ্বকর্মন্নীশ্বর! আপনার রচিত যে সমস্ত উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট, ত্রিবিধ ধাম (লোক) আছে, সেই সমস্ত লোক লোকান্তরের জ্ঞান আপনার সহায়তায় আমরা যেন লাভ করি, এবং যথার্থ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সমস্ত লোকে যেন সুখী হই ; তথা ইহলোকের "হবিষি" দান ও গ্রহণ ব্যবহারে আমরা যেন পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি। হে "স্বধাবঃ" স্বসামর্থ্যাদি ধারণকারী! আমাদের শরীর প্রভৃতি পদার্থের আপনি বৃদ্ধিকারী। "যজস্ব" আমাদের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদের আদর—আপ্যায়ন এবং সমস্ত সজ্জনদের সুখ প্রভৃতির ব্যবস্থা, বিদ্যাদি গুণ সমূহের দান আপনি নিজেই করুন।

আপনি আপনার উদারতা বলেই আমাদের সুখ প্রদান করুন। অধিক কি, আমরা তো আপনার প্রসন্নতা বিধানে কিঞ্চিৎ মাত্রও সমর্থ নহি। সর্ব্বদা তো আপনার অনুকূল থাকিতে বা চলিতেও পারি না। কিন্তু আপনি তো অধমোদ্ধারক, সে কারণ আপনি নিজ কৃপায় আমাদের সুখী করুন ॥ ৩৮ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—দধ্যঙঙথর্বণ। দেবতা—বৃহস্পতিঃ। ছন্দঃ—নিচৃতপঙ্‌ক্তি। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতি

তৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শং নো ভবতু

ভুবনস্য যস্পতিঃ ॥ ৩৯ ॥ যজু০ ৩৬।২ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্ব্বসন্ধায়কেশ্বর! আমার চক্ষু (নেত্র) হৃদয় (প্রাণাত্মা) মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, বিদ্যা, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়গত দ্বেষ, উহাদের ছিদ্র-দুর্ব্বলতা রাগ, চাঞ্চল্য বা যদি কোন হীনতা দোষ থাকে উহা নিবারণ (নির্মূল) করিয়া আপনিই ধর্মাদিতে নিযুক্ত করুন। আপনিই বৃহস্পতি (সর্ববৃহৎ) সে কারণ আপনি আপনার মহানতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই

মহান্ কার্য্য আপনি অবশ্যই করিবেন। আমরা যেন আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য সদাসর্বদা তৎপর থাকি। আপনি আমার সমস্ত ছিদ্রকে ঢাকিয়া ফেলুন। আপনার নিকট আমরা বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাদের প্রতি সদাসর্বদা কল্যাণকর কৃপাদৃষ্টি রাখুন। হে পরমাত্মন্! আপনি ব্যতীত আর কে আমাদের কল্যাণ সাধন করিবে? আপনিই আমাদের ভরসা আপনিই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন॥ ৩৯॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্মা। দেবতা—বিশ্বকর্মা। ছন্দঃ—ভুরিগার্ষী ত্রিষ্টুপ।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা

পরমোত সন্দৃক্। তেষামিষ্টানি সমিষা

মদন্তি যত্রা সপ্ত ঋষীন্ পর একমাহুঃ॥ ৪০॥

যজু০ ১৭।২৬॥

ব্যাখ্যা—সর্বজ্ঞ সর্বরচক ঈশ্বর, বিশ্বকর্মা (বিবিধ জগৎ উৎপাদক) এবং "বিমনাঃ" বিবিধ (অনন্ত) বিজ্ঞানবান্ তথা "আদ্বিহায়া" সর্বব্যাপক ও আকাশবৎ নির্বিকার, অক্ষোভ্য

এবং সর্বাধিকরণ। তিনিই জগতের "ধাতা" ধারণকর্ত্তা, "বিধাতা" বিবিধ বিচিত্র জগতের উৎপাদক এবং "পরম উত" সর্বোৎকৃষ্ট, "সন্দৃক" যথাবৎ সকলের পাপ ও পুণ্যের দ্রষ্টা। যে জন সেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস এবং তাঁহারই উপাসনা (পূজা) করে, যেজন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি লেশমাত্র বিশ্বাস রাখেনা, সেই ব্যক্তিই সর্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, অন্য কেহ লাভ করে না। সেই ঈশ্বর আপন ভক্তগণকে সুখেই রাখেন, এবং সেই ভক্তগণ সম্যক্ সেচ্ছায় "মদন্তি" পরমানন্দেই নিবাস করে, তাহারা কদাপি দুঃখ ভোগ করে না। সেই পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। সামর্থ্যে সপ্ত অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ সূত্রাত্মা ও ধনঞ্জয়, এই সমস্ত প্রলয়বিষয়ক কারভূতে থাকে, তিনিই জগৎ উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে নির্বিকার আনন্দস্বরূপ থাকেন। তাঁহারাই উপাসনা করিলে আমরা সদাসুখে থাকিতে পারিব ॥ ৪০ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—দীর্ঘতমাঃ। দেবতা—যজ্ঞঃ। ছন্দঃ—নিচৃৎত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

চতুঃ স্রক্তির্নাভির্ঋতস্য সপ্রথাঃ স নো বিশ্বায়ুঃ সপ্রথাঃ সর্বায়ুঃ সপ্রথাঃ। অপ দ্বেষো অপ হ্বরোঽন্যব্রতস্য সশ্চিম ॥ ৪১ ॥

যজুঃ ৩৮।২০ ॥

ব্যাখ্যা—হে মহাবৈদ্য ! সর্বরোগনাশকেশ্বর ! আপনার কৃপায় আমরা যেন চতুষ্কোণ যুক্ত নাভি (মর্মস্থান) ঋতুকালীন পরিপূর্ণ নৈরোগ্য ও বিজ্ঞানের আলয় "সপ্রথা" বিস্তীর্ণ সুখময় পূর্ণ আয়ু লাভ করিতে পারি। আপনি যেরূপ সর্বসামর্থ্যময় এবং মহান্ আমাদের সকলকে তদ্রূপ সু মহান্ সুখ দ্বারা বিস্তৃত পূর্ণ আয়ু প্রদান করুন। হে ঈশ্বর ! আপনার কৃপায় আমরা যেন "অপদ্বেষ" দ্বেষরহিত তথা "আপহ্বরঃ" চাঞ্চল্য (কম্পন) রহিত হই। আপনার আজ্ঞা এবং আপনি ব্যতীত অন্য কাহাকে যেন লেশ মাত্র ও মান্য না করি, ইহাই আমাদের ব্রত। ইহা ব্যতীত অন্য ব্রত যেন আমরা পালন না করি। কিন্তু আপনাকে যেন "সশ্চিম" সর্বস্ব দান করিতে পারি ॥ ৪১ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্মা। দেবতা—বিশ্বকর্মা। ছন্দঃ—নিচৃদার্ষীত্রিষ্টুপ্।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং
নামধা এক এব তং সম্প্রশ্নং ভুবনা
যন্ত্যন্যা ॥ ৪২ ॥ যজু০ ১৭।২৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব। যিনি আমাদের পিতা (নিত্য-পালনকর্তা) জনিতা (জনক) সৃষ্টিকর্তা "বিধাতা" সকল মোক্ষসুখাদি কর্মের বিধায়ক, (সিদ্ধিদাতা) 'বিশ্বা' সমস্ত ভুবন, লোক লোকান্তর, ধাম অর্থাৎ স্থিতির স্থান সমূহের যথাবৎ জ্ঞাতা, সমস্ত "জাত" (উৎপন্ন) উৎপত্তি মাত্র ভূত সমূহে (প্রাণীসমূহে) বিদ্যমান আছেন, যিনি দিব্য সূর্যাদিলোক তথা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদের নাম ব্যবস্থা প্রভৃতির কর্তা, তিনিই অদ্বিতীয় অপর কেহ নহে। তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য কেহ পিতা প্রভৃতি আছেন এ বিষয়ে কোনও প্রকার সংশয় থাকা উচিত নহে। সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে সম্যক্ প্রশ্নোত্তর দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বেদাদি শাস্ত্র ও প্রাণীমাত্র তাঁহাকেই পাইতেছেন। কেননা

ইহাই পরম পুরুষার্থ যে পরমাত্মা, তাঁহার আদেশ এবং তাঁহার রচিত জাগতিক পদার্থ সমূহেরও যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করা উচিত। উহার দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ জন্য ফলের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। সেই কারণ কায়মনবাক্যে এবং আত্মার দ্বারা প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বরের সাহায্য-পুষ্ট হইয়া সকল মানব ধর্মাদি পদার্থের যথার্থ সিদ্ধিলাভ অবশ্যই করিবে ॥ ৪২ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—শিবসংকল্পঃ। দেবতা—মনঃ। ছন্দঃ—বিরাট্ ত্রিষ্টুপ। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য

তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং

তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥ ৪৩ ॥ যজু॰ ৩৪।১ ॥

ব্যাখ্যা—হে ধর্মনিরুপদ্রব পরমাত্মন্! আপনার কৃপায় আমার মন সদা শিবসংকল্পময় ধর্ম, ও কল্যাণ সংকল্পকারী হোক্, উহা যেন কখনও অধর্মকারী না হয়। মন কিরূপ? সে মন জাগ্রত অবস্থায় দূর দূরান্তরে গমনাগমন করে।

দূর দূরান্তরে গমনাগমন করাই উহার স্বভাব। সেই মন অগ্নি সূর্য্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তথা এই সমস্ত প্রকাশময় জ্যোতির ও জ্যোতি-প্রকাশক। অর্থাৎ মন ব্যতীত কোনও পদার্থের প্রকাশ কদাপি হয় না। আপনার কৃপায় সেই একমাত্র অতি-চঞ্চল বেগবান মন, স্থির শুদ্ধ ধর্মশীল এবং বিচারবান হইতে সক্ষম। "দৈবম্" দেব, আপনি মুখ্যসাধক ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের জ্ঞাতা। সে সমস্ত আপনারই বশে; উহাকে আপনি যথাযথ রূপে আমাদের বশে রাখুন। আমরা যেন কখনও কুকর্মে জড়াইয়া না পড়ি। আমরা যেন সদা সর্বদা বিদ্যা, ধর্ম ও আপনার সেবাতেই রত থাকিতে পারি ॥ ৪৩ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ভুবনপুত্রো বিশ্বকর্মা। দেবতা—বিশ্বকর্মা। ছন্দঃ—ভুরিগার্ষী পংক্তিঃ।
স্বরঃ—পঞ্চমঃ

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাক-
মন্তরং বভুব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ ৪৪ ॥ যজু০ ১৭।৩১ ॥

ব্যাখ্যা—হে জীব! যে পরমাত্মা এই সমস্ত ভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা-বিশ্বকর্মা, তাঁহাকে তোমরা জাননা বলিয়া "নীহারেণ" ঘোর অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া মিথ্যাবাদ নাস্তিকতা বিষয়ে বৃথাই আলোচনা করিতেছ। ইহাতে তোমাদের দুঃখ বৃদ্ধি পাইবে, তোমরা কখনও সুখী হইতে পারিবে না। তোমরা "অসুতৃপঃ" কেবল স্বার্থ সাধনও প্রাণ পোষণ কর্মেই লিপ্ত রহিয়াছে। "উক্থশাসশ্চরন্তি" কেবল বিষয় উপভোগের জন্যই অবৈদিক কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। যিনি এইসব বিশ্বভুবন রচনা করিয়াছেন সেই সর্বশক্তিমান ন্যায়কারী পরব্রহ্মের বিপরীত আচরণ করিতেছ তাই তোমরা তাঁহাকে জানিতে পারিতেছনা।

(প্রশ্ন) সেই ব্রহ্ম আমরা অর্থাৎ জীব, ইহারা উভয়ে এক অথবা ভিন্ন?

(উত্তর) "যদ্যস্মাকমন্তরং বভূব" ব্রহ্ম ও জীব এক, একথা বেদ এবং যুক্তি দ্বারা কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা। কেননা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পূর্ব হইতেই ভেদ বিদ্যমান। জীব অবিদ্যাদি দোষযুক্ত, আর ব্রহ্ম অবিদ্যাদি দোষমুক্ত। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জীব ও ব্রহ্ম এক ছিলনা এক হইবেনা এবং এক নহে। পরন্তু ব্যাপ্য ব্যাপক, আধার আধেয়, সেব্য সেবকাদি সম্বন্ধ তো জীবের সহিত ব্রহ্মের আছেই। এই কারণে জীব ও ব্রহ্মের একতা স্বীকার করা কোনও মানুষের পক্ষে উচিত নহে ॥ ৪৪ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—বসিষ্ঠঃ। দেবতা—ভগবান। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

ভগ এব ভগবাঁ২ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং
ভগবন্তঃ স্যাম। তং ত্বা ভগ সর্ব
ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুর এতা
ভবেহ ॥ ৪৫ ॥ যজু° ৩৪।৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বাধিপতে! হে মহারাজেশ্বর! আপনি 'ভগ' পরমৈশ্বর্য্যরূপ বলিয়া আপনি ভগবান্। হে (দেবাঃ) বিদ্বজ্জন্! 'তেন' (ভগবতা প্রসন্নেশ্বর সহায়েন) সেই প্রসন্নস্বরূপ ভগবানের সাহায্যে আমরা যেন পরমৈশ্বর্যযুক্ত হইতে পারি। হে "ভগ" পরমেশ্বর! সমস্ত সংসার "তন্ত্বা" আপনাকেই গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল, কেননা কে এহেন ভাগ্যহীন মানুষ হইবে, যে আপনাকে লাভ করিবার অভিলাষা করিবেনা? আপনি তো প্রথম হইতেই আমাদের হইয়া আছেন। তথাপি আপনি এবং ঐশ্বর্য্য যেন কদাপি আমাদের নিকট হইতে বিযুক্ত না হয়। আপনি নিজ কৃপা বলে ইহ জন্মেই পরমৈশ্বর্যের

যথাযথ ভোগ করান। জীব পরজন্মে তো কর্ম্মফল পাইয়াই থাকে। আমরা যেন আপনার আরাধনায় নিত্য তৎপর থাকি ॥ ৪৫ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—প্রজাপতিঃ। দেবতা—গণপতিঃ। ছন্দঃ—শক্করী। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধীপতিং হবামহে বসো মম। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্ ॥ ৪৬ ॥ যজু০ ২৩।১৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে সমূহাধিপতে! আপনি আমার যথা সর্বস্বের পতি বলিয়া আপনাকে গণপতি নামে গ্রহণ করিতেছি। আপনিই আমার প্রিয় কর্ম্মকারী ইষ্টদেব এবং সর্বজনের পালন কর্তা। তাই তো আপনাকে প্রিয়পতি বলিয়া জানি। আমি আপনাকে আমার সর্বপ্রকার নিধির পতি বলিয়া জানি। হে 'বসো' যে সামর্থ্য বলে আপনি সমস্ত জগতকে রচনা করিয়াছেন, সেই সামর্থ্য বলে

আপনি আমাদের ধারণ ও পোষণ করেন, ইহা আমি জানি। আপনার সামর্থ্য সকলের কারণ ইহাই সমগ্র জগতের ধারণ ও পোষণকারী শক্তি। এই সমস্ত জীবাদি তো জন্মায় এবং মরে, পরন্তু আপনি সদৈব অজন্মা ও অমৃত স্বরূপ। আপনার কৃপায় অধর্ম্ম, অবিদ্যা, দুষ্টভাব প্রভৃতিকে যেন "অজানি" দূরে সরাইতে পারি। আমরা সকলে আপনাকে লাভ করিবার "হবামহে" অতিশয় স্পর্দ্ধা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) করিতেছি। তাই প্রার্থনা, এবার আপনি আমাকে শীঘ্র স্বীকার করুন। যদি আপনি আমাকে স্বীকার করিতে অল্প মাত্রও বিলম্ব করেন তাহা হইলে আমার কোথাও ঠাঁই হইবেনা ॥৪৬॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—অগ্নিঃ। দেবতা—অগ্নিঃ। অগ্নির্দেবতা। ছন্দঃ—আর্চী ত্রিষ্টুপ।
স্বরঃ—ধৈবতঃ।

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং
তন্মেরাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥৪৭॥

যজু॰ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে সচ্চিদানন্দ স্ব প্রকাশস্বরূপ ঈশ্বরাগ্নে! আমি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সংন্যাস প্রভৃতি সত্যব্রত

সমূহের আচরণ করিব। কৃপা করিয়া আপনি আমার এই ব্রতকে সম্যক্ প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমি যেন 'অনৃত' অনিত্য দেহাদি পদার্থ সমূহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া সত্য পদার্থ যাহার কখনও ব্যাভিচার-বিনাশ হয় না, সেই শুভ বিদ্যাদি লক্ষণযুক্ত ধর্মলাভ করিতে পারি। আপনি আমার এইরূপ অভিলাষাকে পূর্ণ করুন, যাহাতে আমি সভ্য বিদ্বান্ সদাচারী আপনার ভক্ত ও ধর্মাত্মা হইতে পারি ॥ ৪৭ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—প্রজাপতিঃ। দেবতা—পরমাত্মা। ছন্দঃ—নিচৃৎত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং

যস্য দেবাঃ। যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ

দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪৮ ॥

যজুঃ ২৫।১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! যে পরমাত্মা আমাদের সকলকে "আত্মদাঃ" আত্মশক্তি দান করেন, তথা আত্মজ্ঞানাদির দাতা, জীবের প্রাণদাতা, "বলদাঃ" ত্রিবিধ বল, প্রথমতঃ—মানস-বিজ্ঞান বল; দ্বিতীয়তঃ—ইন্দ্রিয় বল, অর্থাৎ শ্রোত্রাদির স্বস্থতা তেজোবৃদ্ধি, তৃতীয়তঃ—শরীর মহাপুষ্টি, দৃঢ়াঙ্গতা এবং বীর্য্যাদি বৃদ্ধি, এই

ত্রিবিধ বলদাতা। যাহার "প্রশিষম্" অনুশাসনকে (শিক্ষা মর্যাদাকে) বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে মান্য করেন। সমস্ত প্রাণী এবং অপ্রাণী, জড়-চেতন, বিদ্বান্ ও মূর্খ, প্রভৃতি কেহই সেই পরমাত্মার নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। অর্থাৎ শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, ইহাদের বিপরীত কর্ম কেহ করিতে পারেনা। যাহারা ছায়া-আশ্রয়ই অমৃত, বিজ্ঞানী ব্যক্তিদের মোক্ষ ধাম বলা হয়, যাহার ছায়াহীনতা বা আশ্রয়হীনতা (অকৃপা) দুষ্টজনের পক্ষে বারংবার জন্ম মৃত্যুরূপ মহাক্লেশ দায়ক। হে সজ্জন, বন্ধুগণ! তিনিই এক পরম সুখদায়ক পিতা। এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম বিশ্বাস (ভক্তি) সহকারে শ্রদ্ধা করি। আমরা কখনও যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কাহাকেও উপাস্য বলিয়া মান্য না করি। তিনিই যে আমাদের সুখ দান করেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই॥৪৮॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—শংযুর্বার্হস্পত্যঃ। দেবতা—বাস্তুপতিঃ। ছন্দঃ—ভুরিগ্ জগতী। স্বরঃ—নিষাদঃ

উপহূতাইহ গাব উপহূতা অজাবযঃ।
অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ।
ক্ষেমায বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিবং শগ্মং
শংযোঃ শংযোঃ ॥ ৪৯ ॥ যজুঃ ৩।৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে পশ্বাধিপতে! মহাত্মন্! আপনারই কৃপায় উত্তম গাভী, মহিষ, অশ্ব, হস্তি, অজা, মেষ তথা (উপলক্ষণ দ্বারা) অন্য সুখদায়ক পশু এবং অন্ন, সর্বরোগনাশক ওষধির রস "নঃ" আমাদের গৃহে নিত্য স্থির রাখুন, যাহাতে কোনও পদার্থের অভাবে আমাদের ক্লেশ না হয়। হে বিদ্বজ্জনগণ! "বঃ" (যুষ্মাকম্) আপনাদের সঙ্গ এবং ঈশ্বরের কৃপা বলে আমরা যেন ক্ষেম, কুশলতা ও শান্তি তথা সর্বোপদ্রব বিনাশার্থ "শিবম্" মোক্ষ সুখ "শগ্মম্" তথা ইহলৌকিক সুখ যথাবৎ লাভ করিতে পারি। মোক্ষ সুখ এবং প্রজা সুখ এই উভয়বিধ সুখ কামনা, আপনি যথাযথভাবে অতি শীঘ্র পূর্ণ করুন। আপনার নিজ ভক্তের কামনা পূর্ণ করাই যে আপনার স্বভাব ॥ ৪৯ ॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—গোতমঃ। দেবতা—ঈশ্বরঃ। ছন্দঃ—নিচৃজ্জগতী। স্বরঃ—নিষাদঃ।

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ঞ্জিন্বমবসে

হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে

রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে॥ ৫০॥ যজু° ২৫।১৮॥

ব্যাখ্যা—হে সুখ কামী ও মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ! সেই পরম-পিতাকেই "হূমহে" লাভ করিবার জন্য আমরা অত্যন্ত স্পর্দ্ধা করিতেছি, আমরা কবে তাঁহাকে লাভ করিব? কেননা, তিনি "ঈশান" সমস্ত জগতের স্বামী, এবং 'ঈশান' (উৎপাদন) করিবার ইচ্ছা কর্ত্তা। আমরা দুই প্রকারের জগৎ দেখিতে পাই চর—অচর। তিনিই এই উভয়বিধ জগতের পালন কর্ত্তা। সেই "ধিয়ঞ্জিন্বম্" বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানপ্রদ এবং তৃপ্তিকারক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ নাই, তাঁহাকে "অবসে" আপন রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্পর্দ্ধা (ইচ্ছা) পূর্বক আহ্বান করিতেছি। সেই ঈশ্বর যেরূপ "পূষা" আমাদের পোষণপ্রদ, সেইরূপ "বেদসাম" ধন ও বিজ্ঞান বৃদ্ধির "রক্ষিতা" রক্ষক। তিনিই "স্বস্তয়ে" নিরুপদ্রবতার জন্য আমাদের "পায়ুঃ" পালক এবং "অদব্ধঃ" হিংসা

রহিত স্বামী। সে কারণ, ঈশ্বর, যিনি নিরাকার সর্বদা আনন্দপ্রদ, হে মানব! তাঁহাকে কদাপি ভুলিও না। তিনি ব্যতীত কোথাও সুখের ঠাঁই নাই ॥ ৫০ ॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ। দেবতা—ইন্দ্রঃ। ছন্দঃ—ভুরিগ্‌ব্রাহ্মীপঙ্‌ক্তিঃ। স্বরঃ—পঞ্চমঃ।

মযীদমিন্দ্র ইন্দ্রিযং দধাত্বস্মান্ রাযো মঘবানঃ
সচন্তাম্। অস্মাকং সন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ
সন্ত্বাশিষঃ[১] ॥ ৫১ ॥ যজু০ ২।১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র পরমৈশ্বর্যবন্ ঈশ্বর! "মঘবানঃ" আপনি পরম ধনবান্ "ময়ি" আমার মধ্যে বিজ্ঞানাদি শুদ্ধ ইন্দ্রিয়, "রাযঃ" এবং উত্তম ধন, "সচন্তাম্" সত্ত প্রদান করুন। হে সর্বকামনা পূর্ণকারী ঈশ্বর! আপনার কৃপায় আমাদের আশা সত্য হওয়া চাই। (পুনরুক্তঃ অত্যন্ত প্রেম ও ত্বরা দ্যোতনার্থ) হে ভগবন্! আপনি আমাদের কামনা অতি শীঘ্র সত্যে পরিণত করুন, যাহাতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত কামনা পূর্ণ হয় এবং আমরা যেন সদা পরমানন্দে থাকি ॥ ৫৩ ॥

১। উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা
হ্বযতামগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা ।।২।১০

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মেধাকামঃ। দেবতা—পরমাত্মা। ছন্দঃ—নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধামযাসিষংস্বাহা॥ ৫২॥ যজু॰ ৩২।১৩॥

ব্যাখ্যা—হে সভাপতে! বিদ্যাময় ন্যায়কারিন্, সভাসদ্! সভ্যপ্রিয় সভা এবং আমাদের রাজা ন্যায়কারী হোক্। আমাদের সকলের ইহাই কামনা। আমরা কখনও যেন মানুষকে রাজা বলিয়া স্বীকার না করি। কিন্তু আমরা যেন আপনাকেই সভাপতি, সভাধ্যক্ষ ও রাজা বলিয়া স্বীকার করি। আপনি অদ্ভূত আশ্চর্য বিচিত্র শক্তিময় তথা প্রিয় স্বরূপ। আপনিই ইন্দ্র—জীবের কমনীয় (কামনা যোগ্য)। জীবের "সনিম্" সম্যক্ ভজনীয় এবং সেবনীয় আপনিই "মেধা" অর্থাৎ বিদ্যা সত্য ধর্মাদি ধারণাবতী বুদ্ধি প্রাপ্তির কামনা করিয়া হে ভগবন্! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া উহা দান করুন। "স্বাহা" ইহাই স্বকীয় বাক্ "আহ" বলিতেছে যে, এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ জীবের পক্ষে সেব্য নহে। বেদ শাস্ত্রে ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা অতএব সকল মানুষের ইহাই মান্য॥ ৫২॥

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মেধাকামঃ। দেবতা—পরমাত্মা। ছন্দঃ—নিচৃদনুষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ।

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।

তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু

স্বাহা॥ ৫৩॥ যজু ৩২।১৪॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বজ্ঞাগ্নে পরমাত্মন্! দেবগণ (বিদ্বান ব্যক্তিগণ) যে বিজ্ঞানবতী ও যথার্থ ধারণাবতী বুদ্ধির উপাসনা (ধারণ) করেন। তথা যথার্থ পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ পিতরগণ যে বুদ্ধির উপাশ্রিত থাকেন। কৃপা করিয়া সেই বুদ্ধির দ্বারা আমাকে মেধাবী করুন। "স্বাহা" ইহাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রীতিপূর্বক স্বীকার করুন যাহাতে আমার জড়তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়॥ ৫৩॥

প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মেধাকামঃ। দেবতা—পরমেশ্বরবিদ্বাংসৌ। ছন্দঃ—নিচৃদ্বৃহতী। স্বরঃ—মধ্যমঃ।

মেধাং মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ
প্রজাপতি মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাং ধাতা
দদাতু মে স্বাহা॥ ৫৪॥ যজু° ৩২।১৫॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বোৎকৃষ্টেশ্বর! আপনি "বরুণঃ" বর (বরণীয়) আনন্দ স্বরূপ। কৃপা করিয়া আমাকে মেধা সর্ববিদ্যাসম্পন্ন বুদ্ধি প্রদান করুন। "অগ্নিঃ" বিজ্ঞানময় বিজ্ঞানপ্রদ "প্রজাপতিঃ" আপনি সমস্ত সংসারের অধিষ্ঠাতা পালক, "ইন্দ্রঃ" পরমৈশ্বর্যবান্ "বায়ুঃ" বিজ্ঞানবান্ অনন্তবল "ধাতা" সমস্ত জগতের ধারণ ও পোষণকর্তা আমাকে অত্যুত্তম মেধা (বুদ্ধি) প্রদান করুন। *॥ ৫৪॥

---

* অনেকবার যাচনা করা ঈশ্বরের সহিত অত্যন্ত প্রীতি দ্যোতনার্থ সত্বঃ দানার্থের জন্য। বুদ্ধি অপেক্ষা উত্তম পদার্থ কিছুই নাই। উহা লাভ করিলে সুখী হওয়া যায়। সেই কারণ পরমাত্মার নিকট বারংবার বুদ্ধির জন্যই যাচনা করাই শ্রেষ্ঠ যাচনা।

(মহর্ষি)

স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—শ্রীকামঃ। দেবতা—বিদ্বদ্রাজানৌ। ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্। স্বরঃ—গান্ধারঃ

ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রীয

মশ্নুতাম্। ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাং

তস্যৈ তে স্বাহা ॥ ৫৫ ॥

যজু০ ৩২।১৬ ॥

ব্যাখ্যা—হে মহাবিদ্য মহারাজ সর্ব্বেশ্বর! আমাদের ব্রহ্ম (বিদ্বান্ ব্যক্তি) ও ক্ষত্র (রাজা) রাজ্য, মহাচতুর ন্যায়কারী শূরবীর রাজা প্রভৃতি (ক্ষত্রিয়) ইহারা উভয়ে আপনার অত্যন্ত কৃপায় যথাবৎ অনুকূল হোক্। আমরা যেন "শ্রিয়ম্" সর্বোত্তম বিদ্যাদি লক্ষণযুক্ত মহারাজ্যশ্রী লাভ করিতে পারি। হে "দেবাঃ" বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ! দিব্য ঈশ্বর-গুণ, পরমকৃপা প্রভৃতি উত্তম বিদ্যাদি সমন্বিত শ্রী আমার মধ্যে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত করান। আমি যেন উহাকে অত্যন্ত

প্রীতি সহকারে স্বীকার করি এবং সেই শ্রী, বিদ্যাদি সদ্‌গুণ, সমস্ত জগতের হিতার্থে তথা রাজ্যাদি ব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত করিতে পারি ॥ ৫৫ ॥

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যাণাং শ্রীযুত
বিরজানন্দ সরস্বতী স্বামিনাং মহাবিদুষাং শিষ্যেণ
দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনা বিরচিতে
আর্য্যাভিবিনয়ে দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ
সম্পূর্ণঃ।
॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥